॥ কখন বাড়ায় জল ঢাকয়ে কমল। তখন রহস্য অতি বিহার বিমল ॥ ৩৬ ॥ কমলের মূল তুলি খায় সর্ব্বজনে। যতন করিয়া দেয় যুগল বদনে ॥ ৩৭ ॥ ওপটনে মার্জ্জন করে রাধা কৃষ্ণ অঙ্গ। জলের তরঙ্গাধিক কৌতুক তরঙ্গ ॥ ৩৮ ॥ জল আধুয়েতে হরি করে মনোহারি। আনন্দে বিভোল সবে বল্লবের নারী ॥ ৩৯ ॥ অর্দ্ধযাম কেলি করি সিংহাসনোপরি। বস্ত্র পরি বসিলেন কিশোর কিশোরী ॥ ৪০ ভূষণ বসন পরি সাজিয়া সুন্দরী। সেবায় নিযুক্ত হইল সব সহচরী ॥ ৪১ ॥ পদ্ম বীজ নানা মতে প্রস্তুত করিয়া। দোঁহাকারে খাওয়াইল সাধ পুরাইয়া ॥ ৪২ ॥ পদ্ম কুঞ্জে জল লীলা ধ্যান করি দেখ। যার যত মনে হয় সেই মত লেখ ॥ ৪৩ ॥ রসিক ভক্তের পায় মোর নমস্কার। ভুল চুক ক্ষমা কর নহি কবিবর ॥ ৪৪ ॥ আড়াই প্রহরের পদ্ম কুঞ্জে লীলা সাঙ্গ ॥ শাড়িগীত। রাগিণী বাঙ্গাল। তাল একতালা। রমণী তরণি বায়ঃ প্রেম ভরা সেই নায়ঃ বিকি কিনি আনন্দ বাজারে হাতে বঠ্যা বায় তায়ঃ কঙ্কণে সুতাল ভায়ঃ রস ঘাটে লাগিল সত্বরে ॥ দূর্ব্বা দল কুঞ্জ বেলা তিন প্রহর ॥ রাগ গোঁড় মল্লার তাল আড়াতেতালা ॥ মৃত্তিকা সমান করি মণ্ডল সুগোল। চৌথর রঙ্গন তরু বিরাজে বর্ত্তুল ॥ ১ ॥ বকুলের মধ্যে গোল রাস্তা সমতুল। কাঞ্চন রতনে বান্ধা বর্ত্ম তরু মূল ॥ ২ ॥ বেষ্টনে শোভিতা গঙ্গা দূর্ব্বা বান্ধা কূল। মাঝে মাঝে বান্ধা আছে কনকের ফুল ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের শোভা যত বাহিরে রহিল। বকুল ঘেরার মধ্যে নিকুঞ্জ রচিল ॥ ৪ ॥ নব নব দূর্ব্বা দিয়া কিয়ারি করিল। স্থানে স্থানে দূর্ব্বা লতা বৃক্ষ ঢাকিল ॥ ৫ ॥ দূর্ব্বা বান্ধা হওযেতে ফুয়ারা ছুটিল। মেহি মেহি বিন্দু তার দূর্ব্বায় পড়িল ॥ ৬ ॥ পান্না পরি মোতি দিয়া যেমত জড়িল। কেয়ারিতে ততোধিক শোভন করিল ॥ ৭ ॥ ছোট বড় বহু কুঞ্জ দূর্ব্বায় মুড়িল। গোলাবের পিচকারি তাহাতে সেচিল ॥ ৮ ॥ ছোট ছোট গোল কুঞ্জ সুগন্ধে পূরিল। নানা জাতি মীন তাহে আনিয়া স্থাপিল ॥ ৯ ॥ বৃন্দে বৃন্দে দূর্ব্বা দিয়া টাটি বনাইল। কলস মন্দির আদি জন্তু বনাইল ॥ ১০ ॥ কাঁচি দিয়া কাঁচি দূর্ব্বা কেয়ারি করিল। কৃষ্ণের নিবাস যন্ত্র তন্ত্রে যেলিখিল ॥ ১১ ॥ কেবল দূর্ব্বায় তাহা সখীতে রচিল। দূর্ব্বায় বিনিয়া পাটি আসন করিল ॥ ১২ ॥ অগুরু

কাষ্ঠের চাল করিয়া সুগোল। ঢাকিল সকল পথ দিয়া দূর্ব্বাদল ॥ ১৩ ॥ সর্ব্বো পরি ছায়া কৈল বিমল শীতল। সর্ব্ব মধ্যে সেবা কুঞ্জ ভুবনে অতুল ॥ ১৪ ॥ গোলা কার শত দ্বার কুঞ্জ ঝল মল। স্ফটিকের স্তম্ভ বেড়ি নব দূর্ব্বাদল ॥ ১৫ ॥ দূর্ব্বার ছাউনি ছাতে সদা দিছে জল। দূর্ব্বার পরদা সব দ্বারে টাঙ্গাইল ॥ ১৬ ॥ বসন ভূষণ আদি দূর্ব্বায় রচিল। দূর্ব্বাদল শ্যাম আসি তাহাতে বসিল ॥ ১৭ ॥ কুঞ্জকর্ত্তা জল স্থল সকলি শ্যামল। তাহাতে করিল শোভা কনক উজল ॥ ১৮ ॥ কোটি কোটি ভানু চন্দ্র করিয়া বিকল। শ্রীমতীর রূপ খানি উদয় হইল ॥ ১৯ ॥ যখন কুঞ্জের মধ্যে দোঁহাতে বসিল। নিরখিয়া ভক্ত আখি আনন্দে ভাসিল ॥ ২০ ॥ দূর্ব্বার চামর আর পাখা টাঙ্গাইল। সখীতে ব্যজন করি যুগলে তুষিল ॥ ২১ ॥ ফুয়ারার ময়ূরের টুঁটি বনাইল। নীর যোরে সদা ঘুরে ধারালী প্লাবিল ॥ ২২ ॥ কলের সখীতে কত ছুটাইছে জল। কর্পূর বাটিয়া তাতে আগে দিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ অগু রু চন্দন খস জলেতে ঘষিল। সহস্র ঝারায় ভরি কেয়ারিতে দিল ॥ ২৪ ॥ সুচারু রঙ্গনি বস্ত্র পরিধান কৈল। কুঞ্জের নির্ম্মিত জনে কৃপাবর দিল ॥ ২৫ ॥ কৃপা যুক্তা হই সখী কৌতুকে মজিল। প্রেম হ্রদে সুখা নন্দ তরঙ্গ উঠিল ॥ ২৬ ॥ গোপিনী মনের সাধ কৃষ্ণ পূরাইল। এই লীলা ধ্যান গম্য ভকতে জানিল ॥ ২৭ ॥ তৃতীয় প্রহর লীলা যুগলে করিল। মোহন তাম্বূল বিড়া ভক্তে যোগাইল ॥ ২৮ ॥ অল্পবুদ্ধি কবকত যেরূপ হেরিল। যথাশক্তি গুণগাও যাহা উপজিল ॥ ২৯ ॥ বেলা তিন প্রহরের দূর্ব্বাদল কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ ॥ কেতকী কুঞ্জবেলা সাড়েতিন প্রহর। রাগিণী ধনাশ্রী মোলতান। তাল মধ্যমান ধিমা ॥ বেলা অবসান দেখিঃ মাঁলিয়া সকল সখীঃ মন কৃষ্ণ পদে রাখিঃ নিকুঞ্জ রচিল। সুবর্ণ্ণ কেতকী বনেঃ বিচার করিয়া মনেঃ তার মধ্যে স্থানে স্থানেঃ মঞ্চ বনাইল ॥ ১ ॥ নানা বর্ণ্ণ কেতকীতেঃ কণ্টক রহিত যাতেঃ লই ফুল যূথে যূথেঃ কুঞ্জ সাজাইল। মধ্যে ঘর বার দ্বারীঃ গোলস্তম্ভ সারি সারিঃ চৌদিগে দালান করিঃ মেরাপ গঠিল ॥ ২ ॥ কেতকী পা খড়ি চিরিঃ চাটাই বুনিল নারীঃ অধ উর্দ্ধ কুঞ্জ ভরিঃ তাহাতে মুড়িল। বহু বেল বুটা জরিঃ থাড়া ফুলে টাটিকরিঃ সবকুঞ্জ ঘেরিঃ ঘেরি বিচিত্র করিল ॥ ৩ ॥ কেত

কীর পাটি দিয়াঃ তড়াগ বান্ধিল থিয়াঃ ছাওয়া করে পত্র লৈয়াঃ অপূর্ব্ব শীতল ॥ ফুলের ফোয়ারা কৈলঃ আরকে তাহা পূরিলঃ ছুটিল সৌগন্ধি জলঃ বরষা হইল ॥ ৫ ॥ কেতকীর সিংহাসনঃ আতরেতে সুমাখনঃ তার মধ্যে দুই জনঃ আসিয়া বসিল। নানান কেতকী ছাঁটিঃ গহনার পরিপাটীঃ দুই অঙ্গে দিতে ত্রুটিঃ পলকে নহিল ॥ ৬ ॥ শত শত পূর্ণ্ণ কলাঃ কৃষ্ণ আগে ব্রজবালাঃ যেমন শশীর মালাঃ মেঘেতে ঘেরিল। দুইঅঙ্গ মেহিধারেঃ ভিজাইল শশীবরেঃ গ্রীষ্ম পলায় দূরেঃ কন্দর্প মাতিল ॥ ৭॥ কেতকী সুগন্ধময়ঃ কেতকী পবনতায়ঃ স্নিগ্ধকাল পাই রায়ঃ বিহারে মজিল। কেতকী নির্যাস যুক্তঃ পান পেয় বস্তু ভুক্তঃ সেবক দেখিয়া মুক্তঃ যমেরে জিতিল ॥ ৮ ॥ কেতকী কুঞ্জেতে বাসঃ যথা গুপ্তে মহারাসঃ অর্দ্ধ যাম সুবিলাসঃ একুঞ্জে করিল। কেতকী কুঞ্জের শোভাঃ ভক্ত ভৃঙ্গ যার লোভাঃ কিঙ্কর তাহার প্রভাঃ হইয়া দুর্ব্বল ॥ ৯ ॥ বিস্তারিয়া রচ ভাইঃ কৃষ্ণ লীলা সীমানাইঃ রাধা কৃষ্ণ পিতা মাইঃ সার নিবেদিল। কত কুঞ্জ পুঞ্জ পুঞ্জঃ বৃন্দাবনে মনোরঞ্জঃ তার মধ্যে কিছু কুঞ্জঃ বর্ণ্ণন করিল ॥ ১০ ॥ সাড়েতিন প্রহরের কেতকী কুঞ্জলীলা সমাপ্ত। অরগজা বস্ত্রের কুঞ্জলীলা। রাগিণী পুরবী তাল আড়াতেতালা॥ বেলা অবসান হৈল হারিয়া তপন। বুজে হৈল তেজ হীন লাজেতে গমন ॥ ১॥ সাত কুঞ্জে লীলা করি শীতল দুজন। তথাচ কালের ধর্ম্ম নাহয় খণ্ডন ॥ ২ ॥ অরগজা রঙ্গে বস্ত্র সুগন্ধে শোভন। রচিল বিচিত্র কুঞ্জ অম্বর বেষ্টন ॥ ৩ ॥ চবুতারা মনোরম তাতে সিংহাসন। শত শত দাণ্ডাদিয়া চান্দওয়া টাঙ্গান ॥ ৪ ॥ অরগজা বস্ত্রদিয়া মুড়িল মোহন। সখী সখা কর্ত্তা কর্ত্রী একই বসন ॥ ৫ ॥ পীতাম্বর জিনি পীত প্রকাশ কিরণ। অরগজা গোলাবেতে ছানিয়া তখন ॥ ৬ ॥ ছড়াইছে সর্ব্বঠাঁই সখীতে সঘন। চৌষষ্টি সৌগন্ধি দ্রব্য একত্র মীলন ॥ ৭ ॥ অরগজা তার নাম লোক বিদ্যমান। চৌষষ্টি সুগন্ধ তরু চৌদিগে বেষ্টন ॥ ৮॥ তারমধ্যে বিরাজিত মোহিনী মোহন। হ্রদ সরোবরে নীর একই বরণ ॥ ৯ ॥ অরগজা দিয়া তাহে হৈয়াছে পূরণ। জল পক্ষী তরু পক্ষী করিয়া গমন ॥ ১০ ॥ কল রবকরি বৈসে আপ নার স্থান। চরণ অরুণ হেরি কমলে রগণ ॥ ১১ ॥ প্রফুল্ল থাকিল তারা নহিল মলিন। নারিকেল তরমুজ ক্ষীরণি

মর্দ্দন ॥ ১২ ॥ খাজুর কিরিণী আদি সুফল নানান। ওলাকন্দ মীলাইয়া করেণ ভোজন ॥ ১৩ ॥ সাঁচিপান মসালা সহ শ্রীমুখে চর্ব্বণ। শীতল রূপের ছটা শোভিল গগণ ॥ ১৪ ॥ ত্রিলোক জুড়ায় তাপে হেরিয়া কিরণ। দিবসের কুঞ্জ লীলা গ্রীষ্ম নিবারণ ॥ ১৫ ॥ তদবধি সন্ধ্যাকালে সুচারু শীতল। অদ্যাবধি দীপ্ত ছটা গগণ মণ্ডল ॥ ১৬ ॥ সংক্ষেপে লিখিল কিছু সূত্র মাত্র জান। রাধা কৃষ্ণ লীলা মৃত অমর কারণ ॥ ১৭ ॥ মনে রচ মুখে গাও গুণ কাণে শুণ। যুগল কিশোর রূপ দেখহ লোচন ॥ ১৮ ॥ সর্ব্বাঙ্গ সেবায় রাখ সঁপি প্রাণ মন। অতি দীন হীন আমি শুণ ভক্ত জন ॥ ১৯ ॥ কেবল ভরসা মাত্র সাধুর চরণ। সন্ধ্যা অরগজা কুঞ্জ লীলা সমাপন ॥ ২০ ॥ কর্পূরের কুঞ্জ লীলা রাত্রি প্রথম অর্দ্ধযাম ॥ রাগিণী ইমন কল্যাণ। তাল আড়াতেতালা। তপনের শেষ তেজ তাপ অতিশয়। অনল নিভিলে যেন ভূমি দগ্ধ হয় ॥ ১ ॥ সেই মত গ্রীষ্মকালে নিশিতে তাপায়। শীতলে রাখিতে সখী করিল উপায় ॥ ২ ॥ মনোরম দীঘি মধ্যে রতন মন্দির। কর্পূর বাটিয়া তাহে লেপিল সুন্দর ॥৩॥ কর্পূরের বাতি জালি করিয়া উজ্জল। ফাঁনস লণ্টনে রাখি কীট নিবারিল ॥ ৪ ॥ কর্পূরের সিংহাসন পালঙ্গ রচিল। কর্পূর পিষিয়া ছাত সাহান নির্ম্মিল ॥ ৫ ॥ কর্পূরেতে চুনকাম বাহির ভিতরে। কোটি কোটি চাঁদ জিনি কুঞ্জ শোভা করে ॥ ৬ ॥ কর্পূর লতায় বেড়া কর্পূর সুগন্ধে। তার মধ্যে বিরাজিত যুগল আনন্দে ॥ ৭ ॥ কর্পূরে মিশ্রিত জল অতি মনোহারি। অনিল কর্পূর যুক্ত অতি স্নিগ্ধ কারী ॥ ৮ ॥ ফুটিল কর্পূর কান্তি কুসুম বিমল। হইল শীতল আল তিমির হরিল ॥ ৯ ॥ সোহাগ সহিত কৃষ্ণ প্রিয়সী তুষিল। সকল গোপিনী সঙ্গে বংশী বাজাইল ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মাণ্ড কৌতুক কথা বিস্তারি কহিল। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইছে অবিকল ॥১১॥ তিলে তাল তালে তিল করি এইখেলা। মন দিয়া সার কথা শুণ ব্রজবালা ॥ ১২ ॥ আমার অঙ্গেতে করে সৃষ্টি স্থিতি নাশ। মম বাস নিত্য ধাম সদা মহারাস ॥ ১৩ ॥ তোমরা সকলে নিয়া লীলা সহকারি। প্রমানন্দে মম তোষ প্রেমের ভিখারি ॥ ১৪ ॥ তোমরা করিলে বশ প্রেম বিলাইয়া। অতএব নিশি দিসি থাকি তোমা লৈয়া ॥ ১৫ ॥ সুরা সুর পশু নর

পীরিত যেকরে। প্রেম ভক্তি গুণে সেই পাইবে আমারে ॥ ১৬॥ গোপী কহে শুণ নাথ যদি তব হই। বর দেহ হই মোরা বিরহেতে জই ॥ ১৭॥ কৃষ্ণ কহে বিরহের আছে ভাল গুণ। পীরিতি অধিক করে করায় মীলন ॥ ১৮ ॥ বিরহ প্রাপ্তির ভাব ভক্তি তার শুণ। দুকুল ত্যজিলে তবে হই অনুকুল ॥ ১৯ ॥ রসের সাগরে সুধা পীলি করে পান। প্রথম নিশির লীলা ভক্তে করে গান ॥ ২০ ॥ অর্দ্ধযাম রাত্রি কর্পূর কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ ॥ রাত্রের প্রথম প্রহরের চন্দনের কুঞ্জ ॥ রাগিণী আড়ানা । তাল আড়াতেতালা ॥ সুধার সাগর মধ্যে কনকের স্থান। থরে থরে তরুবর মলয় চন্দন ॥ ১ ॥ স্থানে স্থানে সারি সারি শ্রীহরি চন্দন । রকত চন্দন আদি বৃক্ষেতে শোভন ॥ ২ ॥ ঘরে ঘরে উচ্চ বেদী চন্দনে বেষ্টন। দিব্য রত্নে তক বেদী খচিত মোহন ॥ ৩ ॥ চন্দন দারুতে থাম্বা সুন্দর রচন। চন্দনে সকল গৃহ করিল নির্ম্মাণ ॥ ৪ ॥ চন্দনের কাঠি দিয়া চিকের শোভন। মলয়জ তক্তা খুদি জালির গঠন ॥ ৫ ॥ কত ছাতে কত পথে টাটি বিলক্ষণ । দরুসি চৌদিগে জালি সম পরমাণ ॥ ৬ ॥ গবাক্ষেতে মেহি জালি পক্ষী নিবারণ। ছোট বড় পাখা কুঞ্জে পবন কারণ ॥ ৭ ॥ সপ্তম মহল কুঞ্জে শোভিত গগণ। শীতল পবন বহে করি পরশন ॥ ৮ ॥ লাল শ্বেত চন্দনেতে রচে সিংহাসন। চন্দন চিরিয়া পাটি তাহাতে আসন ॥ ৯ ॥ তোরণ কলস আদি সকলি চন্দন। মন্দিরে সোপান যত চন্দনে বসান ॥ ১০ ॥ সুধা জিনি সুধা জল সাগরে পূরাণ। কুমুদ কহ্লার তাহে প্রফুল্ল সমান ॥ ১১ ॥ রক্ত উৎপল মাঝে অরুণ কিরণ । কুমুদে চাঁদের গুণ জলে প্রকাশন ॥ ১২ চকোরের আশা পূর্ণ সুধা করি পান। এক চাঁদে সুধা দানে ছিল অকুলান ॥ ১৩ ॥ চন্দনের গুঁড়া করি আতরে মিশান। অম্বরের তৈল দিয়া করিয়া মর্দন ॥ ১৪ ॥ করিল অনেক বাতি উজ্জল কারণ। সুগন্ধ সহিত দীপ্ত করিল ভবন ॥ ১৫ ॥ নানা জাতি অরগজা চন্দনে গঠন। কর্ত্তার লীলার জন্য দেখ বিদ্যমান ॥ ১৬ ॥ কাগজ কমলে দীপ সাগরে ভাসান। আল হেরি মীন নাচে উথলে জীবন ॥ ১৭ ॥ কত ফুল কত ফল শোভে স্থল বন। বর্ণ্ণিবারে নাহি শক্তি একই বদন ॥ ১৮ ॥ অনন্ত কুণ্ঠিত সদা করিতে বর্ণন। নিমেক ছাড়িয়া কুঞ্জ দেখরে নয়ন ॥ ১৯ ॥ কর্পূরের

কুঞ্জহৈতে ককি আগমন। চন্দন নিকুঞ্জ হেরি মোহিনী মোহন ॥২০॥ প্রহর পর্য্যন্ত নিশি সুখের সাধন। নিকুঞ্জ জনকে দিল দাসত্ব সম্মান ॥ ২১ ॥ যার অঙ্গ সৌরভেতে সুগন্ধ ভুবন। ধন্য ধন্য ভাগ্যবান মলয় চন্দন ॥ ২২ ॥ জগতের মাতা পিতা করিললেপন। চন্দন চামরে সখী করিছে ব্যজন ॥ ২৩ ॥ ঋতু মত বেশ ভূষা শ্রীঅঙ্গে পরণ। কিকব রূপের শোভা নাহিক তুলন ॥ ২৪ ॥ নিকুঞ্জ মহলে লীলা নূতন নূতন। নৌকায় চড়িয়া কভু সাগরে রমণ ॥ ২৫॥ তাম্বূল যোগায় সখী সুন্দর সুমনা। প্রহর পর্য্যন্ত কেলিকরে দুইজনা ॥২৬॥ তুষিতে ভক্তের মন নব বৃন্দা বন। ধরাতে রচিল লীলা সুখের কারণ ॥ ২৭ ॥ অষ্টাঙ্গ ভকত পায় মোর নমস্কার। ভাব গ্রাহী জনার্দ্দন ভরসা এবার ॥ ২৮ ॥ এক প্রহর রাত্রের চন্দনের কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ ॥ অগুরুর কুঞ্জ রাত্র দেড় প্রহর ॥ রাগিণী কানড়া। তাল তেতালা। অগুরু তগরঃ দারু মনোহরঃ নিকুঞ্জ রচিল তায়। হস্তি দন্ত কাটিঃ বুটা পরি পাটীঃ যত্নে তাহাতে বসায় ॥ ১ ॥ কুঞ্জ এক শতঃ করিল নির্ম্মিতঃ নিকুঞ্জ মধ্যেতে তায়। সাজন গাজনঃ দুর্ল্লভ বাজনঃ বিচিত্র করিল মায় ॥ ২ ॥ জিনি কল্পতরুঃ অগুরু সুগুরুঃ নিকুঞ্জ বেড়িয়া শোভা। সুচারু পবনেঃ পল্লব হেলনেঃ সুগন্ধ বিবিধ প্রভা ॥ ৩ ॥ মাতিল অনঙ্গঃ করি রতি সঙ্গঃ গোপী অলি মন লোভা। কুসুম মালায়ঃ নিকুঞ্জ সাজায়ঃ চন্দ্র ছানি তার প্রভা ॥ ৪ ॥ অগুরু আতরেঃ দীপ দীপ্ত করেঃ প্রকাশ দিবসমত। আতরের নদীঃ নিরমিল বিধিঃ তার তীরে পারিজাত ॥ ৫ ॥ অগুরু আসনঃ করিল নির্ম্মাণঃ তাতে মণি মরকত। সুস্নিগ্ধ অম্বরঃ পাতি তার পরঃ নরম তাকিয়া বৃত ॥ ৬ ॥ সরস দর্পণেঃ টাঙ্গি স্থানে স্থানেঃ তার নীচে দিল বাতি। দেড়পর নিশিঃ তাহে পূর্ণমাসীঃ হেনকালে যদুপতি ॥ ৭ ॥ ফুলে করি বেশঃ একুঞ্জে প্রবেশঃ সঙ্গে করি গুণবতী। যুবতি সকলঃ গাইছে মঙ্গলঃ কৃষ্ণে দিয়া মতি গতি ॥ ৮ ॥ নব কিশলয়ঃ পূর্ণ ঘট চয়ঃ রম্ভা তরু সারি সারি। বন য়ারে দ্বারঃ রচিল সুন্দরঃ সদাই মঙ্গল কারী ॥ ৯ ॥ সখী তাল মানেঃ মত্ত নাচ গানেঃ রাধা কৃষ্ণ হেরি ঘেরি। প্রেমেতে তরলাঃ সব ব্রজ বালাঃ বাঁশরী বাজায় হরি ॥ ১০ ॥ বিষয় গরলঃ বিসম করালঃ যেমন দিবস নিশি। অভয়

চরণঃ সহরে শরণঃ কাট যম ভয় ফাঁশি ॥ ১১ ॥ সখী অনুগতঃ থাকহ সততঃ তবে সুখ পাবে রাশি । একুঞ্জ বেহারঃ যেকরে নেহারঃ সুধারসে রহে ভাসি ॥১২॥ অগু রুর কুঞ্জলীলা সমাপ্ত॥ কুমুদ কুঞ্জলীলা রাত্রি দুইপ্রহর ॥ রাগিণী পরজ তালসম ॥ বাঁশের বাঁশীরগুণ জানি গোপীগণ । তরু মধ্যে এইতরু রঞ্জে কৃষ্ণমন ॥ ১ ॥ বাঁশ চিরি বাতাকরি করিল সাজন । অষ্ট পল চৌপল স্তম্ভের রচন ॥ ২ ॥ বাতায় বান্ধিল চাল অষ্ট পল করি । দরদালানেতে থাম্বা বারিজামাধুরী ॥ ৩ ॥ খুমিয়া মেরাপ সাঁজা জালিতে বান্ধিল । আতরে বাটিয়া রঙ্গ বিচিত্র করিল ॥ ৪ ॥ মগজি গোলাব ফুলে স্থানে স্থানে দিল । লাল শ্বেত কুমুদেতে চাল ছাওয়াইল ॥ ৫ ॥ থাম্বার জালিতে ফুলক্রমে সাজাইল। কত কোটি চন্দ্র জিনি সুদীপ্ত হইল ॥ ৬ ॥ সব ঘর মনোহর প্রফুল্ল কুমুদে । মুনির হরিলমন সৌগন্ধি আমোদে ॥ ৭॥ তোরণ ঝালর আদি সকল সুন্দর । নানা জাতি কুমুদেতে রচিল বিস্তর ॥ ৮ ॥ বেদী শয্যা সিংহাসন কুমুদে রচন । পাখড়িতে নানা ভাঁতি নূতন আসন ॥ ৯ ॥ চৌদিগে আঙ্গিনা ময় নানা ইন্দীবরে । রচিল সুচারু তরু লতা থরে থরে ॥ ১০ ॥ চন্দ্রাতপ হরে তাপ উপরে শোভন । তাতে বান্ধা দাণ্ডা যত কুসুমে বেষ্টন ॥ ১১ ॥ প্রতি ক্ষণে নব কুঞ্জ হেরিয়া লোচন । সৌগন্ধি সুধার পানে সুমত্ত সঘন ॥ ১২ ॥ নয়ন দেখিয়া কহে মনে রচে তবে । নয়ন স্থকিত হৈল কিবর্ণ্ণিব এবে ॥ ১৩ ॥ এই কুঞ্জে বহু লীলা ভোজন শয়ন । বিবিধ কৌতুক যুক্ত মোহিনী মোহন ॥ ১৪ ॥ বিস্তারি কহিতে সাধ্য নাহিক আমার । প্রভুর ভকত জনে করিব বিস্তার ॥ ১৫ ॥ বেহার বিশ্রাম করি যুগল বসিল । বৈকালেতে প্রিয় সখী কিছু নিবেদিল ॥ ১৬ ॥ বংশীতে তোমার তোষ বুঝিয়া আমরা । বাঁশবনে বাঁশ কুঞ্জ কৈল করি ত্বরা ॥ ১৭ ॥ যদিত্রুটি হৈয়া থাকে ক্ষমা ভিক্ষা চাই । কানাই বিহনে গতি ত্রিভুবনে নাই ॥ ১৮ ॥ কর্পূর নিকুঞ্জে আজ্ঞা শ্রীমুখে কহিলে । তুমি নিত্য সনাতন থাক কুতূহলে ॥ ১৯ ॥ আমরা সদাই সখী চরণ সেবিতে । বিস্তারিয়া এই কথা প্রার্থনা জানিতে ॥ ২০ সদাই সঙ্গেতে থাকি তবু মনেনাই । হেরি হেরি তব রূপ সব ভুলি যাই ॥ ২১ ॥ এক কালে বিশ্ব রূপ দেখাতে বাসনা । নিরখি পড়িবে মনে তোমার রচনা ॥ ২২

॥ উত্তম সরল প্রেম গোপিনী হৃদয়। তুষিল সেবিকা মন হইয়া সদয় ॥ ২৩ ॥ অবনিতে অবতার যতেক প্রকারে। চরণ রজেতে প্রভু প্রকাশে সত্বরে ॥ ২৪ ॥ সুরা সুর ঋষি গণ দেখাইল পরে। জীব জন্তু স্থাবরাদি যতেক সংসারে ॥ ২৫ ॥ পদরজ হৈতে প্রভু দেখাইল সবারে। পঞ্চ ভূত দিক কাল রজে শোভা করে ॥ ২৬ ॥ মহত্তত্ব ত্রিগুণ আধারে পাঁচরূপ। সব বিদ্যা সব শক্তি বিবিধ অনুপ ॥ ২৭ ॥ চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ নীলাকাশ আদি। স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিভুবন সহিত অম্বুধি ॥ ২৮ ॥ চতুর্মুখ ব্রহ্মাণ্ডেতে যতেক রচন। রজো মধ্যে সখী গণ করে দরশন ॥ ২৯ ॥ স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্ব বস্তু সকল দেখিল। দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড পুনর্ব্বার দেখাইল ॥ ৩০ ॥ ভিন্ন ভিন্ন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আকার। নব নব সৃষ্টি দেখে অতিচমৎকার ॥ ৩১ ॥ চতুর্বর্গ ফলাফল অদৃষ্ট করম। ধর্ম্মা ধর্ম্ম কর্ম্মা কর্ম্ম দেখে মনোরম ॥ ৩২ ॥ সকল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি পালন প্রলয়। ক্ষণেলয় ক্ষণে হয় দেখি পায় ভয় ॥ ৩৩ ॥ তন মাত্রা দৈবী শক্তি পচিশ সুতত্ব। ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবেতে অহংকার বত্ব ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্ব কালে বহু কালে মরণ জীবন। সকল ব্রহ্মাণ্ড দেখে বিস্ময় কারণ ॥ ৩৫ ॥ কিরণ বরণ গুণ সর্ব্বত্র নূতন। নাম ধাম বিবরণে অশক্ত রসন ॥ ৩৫ ॥ যত জাতি তত রীতি অক্ষর বচন। হেরি সখী আখি স্তব্ধ বিভিন্ন রচন ॥ ৩৭ ॥ চৌদিগে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে মধ্যে নিত্যধাম। নিত্য বিহারির লীলা কৌতুক বিশ্রাম ॥ ৩৮ ॥ বেদতন্ত্র কাব্য কোষ সঙ্গিতা যামল। ন্যায় আহ্নিক্ষিকী মীমাংসা পাতাঞ্জল ॥ ৩৯ ॥ বেদান্ত সাংখ্য যোগাদি নিগম নাটক। অলঙ্কার স্মৃতিশাস্ত্র বিবিধ পাঠক ॥ ৪০ ॥ তব এক পদ রজ মহিমা নাজানে। আমরা অবলা নারী বিস্মৃতি সঘনে ॥ ৪১ ॥ এক রজে বহু বস্তু করি দরশন। ধ্যানে তার পরিমাণ নহে কদাচন ॥ ৪২ ॥ চরণ সরোজ রজে সগুণ নির্গুণ। রজে রজে কত গুণ কতবা কিরণ ॥ ৪৩ ॥ তোমার কৃপায় মোরা সদাই দেখিব। সংপ্রতি চরণ সেবা সকলে করিব ॥ ৪৪ ॥ বিরাট বিভূতি লীলা করি নিবারণ। মাধুর্য্য আনন্দ লীলা করহ এখন ॥ ৪৫ ॥ দুই পর নিশি শেষে কুমুদ কুঞ্জেতে। পদ রজ বিশ্বরূপ হইল যাহাতে ॥ ৪৬ ॥ মানসেতে ধ্যান করি দেখ ভক্ত গণ। ব্রজ গোপী ধন্য ধন্য ধন্য বৃন্দাবন ॥ ৪৭ ॥ জয় জয়

রাধা কৃষ্ণ গাও তাল মানে। নিরীক্ষ যুগল রূপ সুস্থির নয়নে ॥ ৪৮ ॥ দুই প্রহর
রাত্রের কুমুদ কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ। টপ্পাগীত। রাগিণী বেহাগ। তাল সম। প্রভু
তুমি কেমন তাহাকি হেরিতে পারে পঞ্চ ভূতের নয়ন। তুমি যার হও সখাঃ মনে
তার [illegible] ওদেখাঃ পাষাণে যেমন রেখাঃ মনেতার থাকয়ে তেমন ॥ ১ ॥ আড়াই
প্রহর রাত্রের রত্ন সৌগন্ধি কুমুদ কুঞ্জলীলা। রাগিণী বেহাগ। তাল আড়াতেতালা
॥ শয়ন মাধুর্য্য লীলা দুর্ল্লভ শোভন। অনুপম মনোরম নিকুঞ্জ মনন ॥ ১ ॥ শত
শত রতনের নব তরুবর। নানা রঙ্গ কনকেতে পল্লব যাহার ॥ ২ ॥ রতনের ফল
ফুল কলি মনোহর। রতন পাতায় যুক্ত সুন্দর সুন্দর ॥ ৩ ॥ রতনেতে কোমলতা
অতুল রচন। সুন্দর সৌগন্ধি তায় বিতরে সঘন ॥ ৪ ॥ রতনের বন হৈতে বহিছে
পবন। মলয়েতে কিছু লাগি করিল চন্দন ॥ ৫ ॥ পাষাণ রতনে কৈল বর্ত্মের নি
র্ম্মাণ। সুস্থির পবন দিয়া আকাশ বেষ্টন ॥ ৬ ॥ রতনের শ্বেত পদ্মে শোভে ইন্দু
জাল। চৌদিগে ঝালর তাহে রত্ন ফুল মাল ॥ ৭ ॥ সুধা সিন্ধুবেড়া স্থান রত্ন বান্ধা
পাট। সহস্র প্রকার রত্নে বান্ধা বহু ঘাট ॥ ৮ ॥ ধরণীতে নব রত্ন স্বভাব কঠিন।
কোমলতা শীতলতা কিছু নাহি গুণ ॥ ৯ ॥ নিত্য গোলোকের রত্ন দেখ করি ধ্যান
। প্রভা যুক্ত কমনীয় সুগন্ধ সুমন ॥ ১০ ॥ সুধা সিন্ধু মধ্যে পুরী কুঞ্জ মনোরম।
শোভা যার বাচাতীতা কহিতে অক্ষম ॥ ১১ ॥ অন্য শব্দ নাহি তথা শয়ন সময়
। সুযন্ত্রে মধুর ধ্বনি গান রসময়। মনোহর পালঙ্গেতে বিছানা কোমল। চামর
ময়ূর ছলে ব্যজন শীতল ॥ ১৩ ॥ অপূর্ব্ব সুগন্ধি দ্রব্য শ্রীঅঙ্গে লেপন। বামে রস
বতী শোভা হইল তেমন ॥ ১৪ ॥ শয়ন সম্ভোগ সুখ আনন্দে ভাসান। কোটী
কন্দর্পেতে সমতুল্য নহে জান ॥ ১৫ ॥ নিজ সখী মুঞ্জরীতে করিতে সেবন। শয়ন
মাধুর্য্য রস দেখে ভক্ত জন ॥ ১৬ ॥ অর্দ্ধযাম এই কুঞ্জে যুগল শয়ন। যার ভাগ্যে
প্রভু কৃপা সেবায় রচন ॥ ১৭ ॥ রতন কিরণে আল জিনি পূর্ণমাসী। মন নেত্র
সুখী হও রহ তাহে পশি ॥ ১৮ ॥ রতন কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ রাত্রি আড়াই প্রহর ॥
নৌকা কুঞ্জলীলা রাত্র তিনপ্রহর ॥ রাগিণী বাহারি ঝিঝিট। তাল আড়াতেতালা
। মহা সুধা সিন্ধু যার নাহি পরিমাণ। নৌকা মধ্যে কুঞ্জ তায় অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।

মন্দ মন্দ পবনেতে বীচিকা সমান। সরল তরল সুধা খেলায় সঘন ॥ ২ ॥ বিহিত বহিত্র তায় অতি দীপ্তমান। কুসুমে রচিত তরি কুসুমে সাজান ॥ ৩ ॥ কুসুমে পতাকা আদি কুসুমে বাদাম। দাঁড়ি মাঝি সখীগণ পরম উত্তম ॥ ৪ ॥ তেতালা নিকুঞ্জ ঘর তরণি উপরে। বিবিধ প্রফুল্ল ফুলে ভ্রমরা ঝঙ্কারে ॥ ৫ ॥ বসন ভূষণ ফুল সবাকার অঙ্গে। সাগর তরঙ্গে ভাসে প্রেমের তরঙ্গে ॥ নিশি অবশেষ প্রায় বাকী এক যাম। করিছে বিবিধ লীলা তাহে রাধা শ্যাম ॥ ৭ ॥ নিদ্রা ভঙ্গে অলসেতে নৌকায় বিশ্রাম। হিমালয় জিনি হিম কাল অতি বাম ॥ ৮ ॥ গ্রীষ্ম পলায় লাজে দেখিয়া রচনা। অভক্তের গৃহে হরি দিতেছে তাজনা ॥ ৯ ॥ বসন্ত সামন্ত লইয়া হাজির হইল। দুর্ল্লভ যুগল লীলা নৌকায় করিল ॥ ১০ ॥ খামাজ বেহাগ রাম কেলি সুললিত। মাল কোষ কালাকাঁড়া জঙ্গলা বিহিত ॥ ১১ ॥ শ্রীমুখের বাঁশী সঙ্গে বীণা মীলাইয়া। সপ্ত স্বরে তাল মানে তুষিছে গাইয়া ॥ ১২ ॥ সখী মীলি নাচ গান সুনাদে করিল। বাদামে তরণি চলে লহরে নাচিল ॥ ১৩ ॥ কোটি দীপ হৈতে দীপ্ত কুসুমের ভাঁতি। খেলিতে লাগিল দেখি মীন নানা জাতি ॥ ১৪ ॥ নিজ নিজ দেহ সুখী গোলোক নিবাসী। পশু পক্ষ মীননর আনন্দ বিলাসী ॥ ১৫ ॥ প্রিয়সীর গলাধরি শ্রীকৃষ্ণ দেখায়। সব শোভা প্রতি বিম্ব দেখ নিজ গায় ॥ ১৬ ॥ দর্পণ করেতে ধরি কৃষ্ণ প্রতি কয়। তব অঙ্গে শোভা সহ দেখহ আমায় ॥ ১৭ ॥ এরঙ্গ দেখিয়া সখী সবে মোহ যায়। শ্রীঅঙ্গে হইতে শোভা বাহ্য রচনায় ॥ ১৮ ॥ কিম্বা প্রতি বিম্ব আসি প্রবেশিল কায়। করিতে নারিয়া স্থির পাদপদ্ম ধ্যায় ॥ ১৯ ॥ জ্ঞান ভক্তি স্তুতি ব্রত নাহি কহে তায়। অনুরাগে গোপী মত্ত প্রাণ মন কায় ॥ ২০ ॥ সম্ভোগ অলস আদি একুঞ্জে রহিত। নূতন সম্ভোগ রত গলিত পিরীত ॥ ২১ ॥ দেব গণ আপ্ত সুখে রহিল ভুলিয়া। অহঙ্কারে দৈত্য মত্ত বিভোগ পাইয়া ॥ ২২ ॥ অবনির জীব যত সুস্বর্গ লাগিয়া যাগ ব্রত কর্ম্ম আদি রহিল লইয়া ॥ ২৩ ॥ দুর্ল্লভ বল্লভ পদে দিয়া মতি রতি। অকে তব প্রেম দিয়া তোষে বিশ্ব পতি ॥ ২৪ ॥ তিন লোকে ধন্য ভাগ্য যাহার হইল। সখীর কৃপায় তারা সুখ প্রেম পাইল ॥ ২৫ ॥ পারি শব্দ নেই সব

গোলোক ভূষণ। প্রেমিক জনার জন্য সগুণ ধারণ॥২৬॥ দাস অনু দাস হব এই আকিঞ্চন। যাকর ভকত বৃন্দ লইল স্মরণ॥২৭॥ তৃতীয় প্রহর নিশি লীলা সংগোপন। এক মুখে নাহিহয় একুঞ্জ বর্ণন॥২৮॥ তিন প্রহর রাত্রের নৌকা কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ॥ সাড়ে তিন প্রহর রাত্রের সর্ব্ব তরুবর কুঞ্জ লীলা॥ ॥ কুঞ্জ চতুর্দশেঃ আনন্দ বিলাসেঃ গত তিন পর নিশি। যদ্যপি গরমিঃ তথাচ নরমিঃ কাল গুণে কৈল আসি॥১॥ ভবের স্বভাবেঃ শীত অনুভবেঃ সখী প্রতি কৃষ্ণ হাসি। কহে মৃদু বাণীঃ নৈয়া ব্রজ রাণীঃ যাব যথা সুখ বাসি॥২॥ সখী নিবেদিনঃ নূতন রচিলঃ সর্ব্ব তরু বর আগে। চল দুই জনেঃ চড়িয়া বিমানেঃ কাঁধে লব অনুরাগে॥৩॥ লইয়া বিমানঃ করিল গমনঃ রাই শোভে বাম ভাগে। অট্টালিকা দ্বারিঃ অতি যত্ন করিঃ সখী বসায় সোহাগে॥৪॥ ফল ফুল চারুঃ মহা কল্পতরুঃ বকুল তমাল আদি। ত্রিলোকেতে যতঃ সকল রচিতঃ করিল আসিয়া বিধি॥৫॥ অট্টালিকা শোভাঃ শোভা জিনি আভাঃ তাহাতে আসন বিধি। সব রূপ সারঃ অঙ্গেতে দোঁহারঃ গুণবতী গুণ নিধি॥৬॥ বসি সুখাসনেঃ তাম্বুল চর্ব্বণেঃ করে হাস পরীহাস। সম্ভোগের কেলিঃ গায় সখী মীলিঃ বাঁটিল সুখ বিলাস॥৭॥ ললিত ভূপালিঃ গায় রাম কেলিঃ সরফরদা বিভাস। করি বংশী ধ্বনিঃ লইয়া গোপিনীঃ আরম্ভিল মহা রাস॥৮॥ কোটি কাম বাটিঃ অঙ্গ পরিপাটীঃ গোপী মাখি দিল গায়। লাবন্য সুরসঃ সুধার নির্যাসঃ রতি বান্ধিল খোপায়॥ ৯॥ বসন্ত অম্বরঃ প্রেম অলঙ্কারঃ আনন্দ পবন তায়। নিত্য সুখা চারঃ সুপতি তাহারঃ সদা কামনা পূরায়॥১০॥ অর্দ্ধযাম নিশিঃ সরোজেতে পশিঃ একই ভুমরা কাল। মকরন্দ পানঃ করিল যখনঃ রসে হইল বিভোল॥১১॥ পাই নিজ কোলেঃ রজনীর ছলেঃ মুদিত হয় কমল। নিত্য মহা রাসঃ উভয় সন্তোষঃ সময়ে বাটিল ভাল॥১২॥ সুপ্রভাত হবেঃ কমল ফুটিবেঃ ভুমরা দেখিব তবে। একাল ভুমরাঃ জগন্মনোহরাঃ বিশেষ আমার সবে॥১৩॥ হৃদয় সাগরেঃ ভক্তি বীজবরেঃ সরোজ ফুটিবে যবে। প্রাণ অলি আসিঃ তাহাতে প্রবেশিঃ সেবা মধু তবে পিবে॥ ১৪॥ গীত। রাগিণী ভৈরব। তাল তেতালা॥ সার্দ্ধ তিন পর নিশি হইল বিগত

। এই কুঞ্জে মহারাস লীলা মনোমত ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ পঞ্চদশ কুঞ্জ লীলা হইল রচিত। ষোড়শ কুঞ্জের লীলা হইবে প্রভাত ॥ ১ ॥ রাধা কৃষ্ণ লীলা গান ভার বিশেষত। গান করি ভক্ত সঙ্গে তরহ ত্বরিত ॥ ২ ॥ সর্ব্ব তরু কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ পরিমিত। পঞ্চ দশ এই কুঞ্জ হইল গণিত। ইতি সাড়ে তিন প্রহরের কুঞ্জ লীলা সাঙ্গ ॥ ● ॥ প্রভাতের ষোল যামের কুঞ্জ লীলা ॥ রাগিণী ললিত কিম্বা প্রভাতি। তাল আড়াতেতালা ॥ লাল পীত শ্বেত নীল তরু লতা ঘেরি। প্রথম কুঞ্জের শোভা অতি মনোহারী ॥ ১ ॥ প্রফুল্ল মাধবী দুই আবরণ ভরি। তিন আবরণ বেড়া ঝুমুকা সুন্দরী ॥ ২ ॥ অষ্ট কোনে অষ্ট কুঞ্জ কনক লতায়। নানা জাতি ফুল তাহে উড়ুপ খেলায় ॥ ৩ ॥ অষ্ট সরোবর শোভে পুন্ন গন্ধ নীর। পুষ্পের কেয়ারি ঘেরা হরিল তিমির ॥ ৪ ॥ ঝাঁকে ঝাঁকে অলি জাল মত্ত মধু পানে। গাইছে মধুর ধ্বনি ভ্রমরের সনে ॥ ৫ ॥ ডাহুকা ডাহুকী ডাকে কুসুম কাননে। নীরে ভাসে রাজহংস নিশি অবসানে ॥ ৬ ॥ শারি শুয়া কোকিলেতে কৃষ্ণ গুণ গায়। ময়ূর ময়ূরী নাচে মলয়ের বায় ॥ ৭ ॥ সব জাতি বিহঙ্গম তরু শাখে বসি। কলরব করে তারা হেরি মুখ শশী ॥ ৮ ॥ মৃগবর করে কেলি শুণিয়া মুরলী। ভোরের মাধুরী শোভা অতুল সকলি ॥ ৯ ॥ কোটি কোটি নায়িকাতে নিযুক্ত সেবায়। তার মধ্যে বিরাজিত ত্রিভুবন রায় ॥ ১০ ॥ শ্রীরাধা সুন্দরী দীপ্ত কৃষ্ণ বাম ভাগে। প্রেম সুধা পানে মত্ত সিক্ত অনুরাগে ॥ ১১ ॥ দুই চন্দ্র মুখে সুখে মীলিয়া বাঁশরী। ভৈরব ভৈরবী রাগ বাজে মনোহারী ॥ ১২ ॥ আলৈয়া মলয়া আর শুভ দেওগিরি। সুনাদ জিনিয়া নাদ বাজে বেলওয়ারি ॥ ১৩ ॥ প্রভাতি প্রভাতে বাজে যুক্ত সপ্তস্বর। সহচরী মনোহারী করিল প্রচুর ॥ ১৪ ॥ বাঁশীর সুগানে দ্রুব ভক্তের লোচন। প্রাণ মন রাধা কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণ ধন ॥ ১৫ ॥ কত ব্রহ্মা কত শিব মনে বাঞ্ছা করে। দেখিতে মাধুর্য্য লীলা সদা তপ করে ॥ ১৬ ॥ ধন্য ধন্য ভাগ্যবতী গোলোক গোপিনী। সেবায় নিযুক্ত সদা দিবস রজনী ॥ ১৭ ॥ গ্রীষ্ম কাল মধ্যে এক দিবসের লীলা। ষোল কুঞ্জ নানামত প্রভু যাকরিলা ॥ ১৮ ॥ সাঙ্গোপাঙ্গ বলিবারে কিছু সাধ্য নাই। কিছুমাত্র কহিলাম বুদ্ধিঅনুযাই ॥ ১৯ ॥ নবরসে কুঞ্জ লীলা শাস্ত্রে স্থূল কয়। একরস মধ্যে

কোটী রস কোটীময় ॥ ২০ ॥ সখী অনুগত যদি প্রাণ মন হয়। লীলামৃত গান পানে নিত্যধাম পায় ॥ ২১ ॥ নিত্য নিত্য নবকুঞ্জ গ্রীষ্মকাল ভরি। নব শত ষষ্ঠি কুঞ্জ করি সহচরী ॥ ২২ ॥ ঋতুকাল করিজয় নিজ সখী সঙ্গে ॥ যুগলে আনন্দ যুক্ত সুখের তরঙ্গে ॥ ২৩ ॥ মঙ্গল আরতি কৈল মঙ্গল গাইয়া। পরস্পর কোলাকুলি শ্রীমুখ চুম্বিয়া ॥ ২৪ ॥ কেলি কুঞ্জ সরোবরে স্নানের বিধান। জল মধ্যে গুপ্ত কেলি নাহি পরিমাণ ॥ জলস্তম্ভ জানে সব কিকব বাখান। জল লীলা ভক্তজন দেখ করি ধ্যান ॥ ২৬ ॥ বসন ভূষণ পরি করিল ভোজন। ষোল কুঞ্জ লীলা অদ্য হইল সমাপন ॥ ২৭ ॥ নিত্য গোলোকের লীলা করিয়া শ্রবণ। কৈবল্য অধিক সুখ মোর মন প্রাণ ॥ ২৮ ॥ নব বৃন্দাবন ধামে করুণানিধান। গোলোকের ছায়া লীলা করিল রচন ॥ ২৯ ॥ হেরি হেরি জুড়াইল তাপিত নয়ন। ভক্তের চরণ ধূলি সহায় কারণ ॥ ৩০ ॥ গ্রীষ্ম অষ্ট প্রহরের ষোল কুঞ্জ লীলা সমাপ্তা ॥ গীত ॥ রাগিণী প্রভাতি। তাল আড়াতেতালা। ষোল কুঞ্জে ষোল রূপ হেরিয়া লোচন। মনো মাঝে সখী যত্নে করিল রচন ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ ত্রিভুবন সুখ সার করিয়া মন্থন। মাখন লাবন্য জিত সুখের ভোগন ॥ ১ ॥ নবীন নবীন কুঞ্জ সতত গঠন। তাহাতে যুগল রূপ অতুল শোভন ॥ ২ ॥ রাধাজির ঘরে মীলন ॥ রাগিণী মোলতান। তাল আড়াতেতালা। রাধা রূপে রসরাজ করিল বিভোল। কমল লাগিয়া যেন ভ্রমর ব্যাকুল ॥ ১ ॥ গুরুজন গৃহ কর্ম্ম মীলনে বাধক। এজনে সতত মন যেমত চাতক ॥ ২ ॥ দেখিতে শ্রীমতী রূপ বহু করে কলা। নানা ভাঁতে ফেরে কৃষ্ণ যথা ব্রজ বালা ॥ ৩ ॥ নদী তীরে বাট ঘেরে কথন গোষ্ঠেতে। কভু বিকি কিনি স্থলে মীলিল ছলেতে ॥ ৪ ॥ অহর্নিশি এই চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের মনে। ততোধিক রাধিকার আকাংক্ষা মীলনে ॥ ৫ ॥ হেম চাঁদে শ্যাম রূপ নবীন চকোর। পূর্ণ্ণ রাধা কালা চাঁদে চকোরী সুন্দর ॥ ৬ ॥ পরস্পর অন্বেষণ পথেতে মীলন। সখী সখা সঙ্কুচিত অভাব কথন ॥ ৭ ॥ কৌশলে সঙ্কেত যুক্তি করিল বিধান। অর্দ্ধ রাত্রে নিজ ঘরে করিল আহ্বান ॥ ৮ ॥ মাথার কেশের মধ্যে কর রাখে ধনি। নাগর বুঝিল অর্দ্ধ সঙ্কেত রজনী ॥ ৯ ॥ সখীর চন্দ্র অস্ত সময় জানায়। মুখের সপ্তমভাগে অম্বরজড়ায়

॥ ১০ ॥ পথের বিজ্ঞান সখী সহিত কৌশলে। জানাইল নায়কেরে গমন কুশলে ॥ ১১ ॥ কপাট কপট নহে আমার মন্দিরে। দুষ্টের নাহিক সাধ্য পশিতে ভিতরে ॥ ১২ ॥ এই মত দিতে হিত ইসারা বহুত। বুঝিয়া আনন্দে ঘরে চলে নন্দ সুত ॥ ১৩ ॥ যুবতি যুবতি গতি জানে ভালমতে। বুঝিল ইসারাসব নিজ নিজ চিতে ॥ ১৪ ॥ ঘরে আসি উৎকণ্ঠিতা ঘড়ি গণে মনে। কুসুমের শয্যাকরি সুগন্ধ মীলনে ॥ ১৫ ॥ বসন ভূষণ ভোজ্য করে বহু ভাঁতি। সঙ্কেত বাটেতে সদা ধনি করে গতি ॥ ১৬ ॥ নাগর বিলম্বে ধনি বাউল স্বভাব। হেন কালে মহৌষধি সুধা হৈল লাভ ॥ ১৭ ॥ বিরলে আশার সার মীলন যাহারে। তার কাছে অন্য সুখ নিন্দিত সংসারে ॥ ১৮ ॥ আধার আধেয় দুই যথা এক ঠাই। সেসুখ উপমা দিতে যুক্তি নাহি পাই ॥ ১৯ ॥ কামিনী কন্দর্প ছানি ভুবনে সৃজন। তত্রাপি জড়তা মানি পুরুষ বিহন ॥ ২০ ॥ যেদিন হইতে আখি শ্যামাঙ্গে লাগিল। অনলে পতঙ্গ মত শ্রীমতী হইল ॥ ২১ ॥ পাথরে লাহার সঙ্গ নাছাড়ে কখন। পিরীতে তেমত লাগ বিদিত ভুবন ॥ ২২ ॥ স্বকীয় প্রলাপ তায় পরকীয় সুখ। এভাবে একাঙ্গি ভাব মরণ কৌতুক ॥ ২৩ ॥ দুই অঙ্গে সম প্রেম রাধা কৃষ্ণ জান। ক্ষীরে নীর নীরেক্ষীর উপমা সমান ॥ ২৪ ॥ নিশির বিলাস শেষ অরুণ প্রকাশে। ব্যবহার ধনমানি স্থিতি নিজবাসে ॥ ২৫ ॥ গুরু জনে সদাফাঁকি করিত সেগোরী। কৃষ্ণ লই করে কেলি দিবা বিভাবরী ॥ ২৬ ॥ কবিতা ॥ ❁ ॥ দিবসে সরোজ দ্যুতিঃ মলিন হেরিয়া সতীঃ কানাকানি ঠারা ঠারি করে নানাভাঁতি ॥ ১ ॥ নিশিতে কমল অঙ্গঃ কেমনে ভ্রমরা ভঙ্গঃ হেনকর্ম্ম কভু নাহিহয় পরতীতি ॥ ২ ॥ আর সখীতে কহিলঃ কমল পরাগে ছিলঃ ভৃঙ্গ পশিয়া কঠিন গত সারা রাতি ॥ ৩ ॥ প্রভাতে দলিয়া দলঃ বদ্ধ ভয়ে পালাইলঃ কমলেতে দিয়াজল করহ আরতি ॥ ৪ ॥ কবিতা সাঙ্গ। গীত। রাগিণী রামকেলি। তাল আড়াতেতালা। আরে দুটি নয়ন যুগলে রূপ রাখরে ভরিয়াঃ বনে বনে কূলে কূলে কিকায হেরিয়া। ধুয়া ॥ ❁ ॥ কভু দেখা পাইঃ কভুবা হারাইঃ আর কাযনাইঃ দোঁহে বাহিরে রাখিয়া ॥ ১ ॥ পরদা পলকঃ দিয়া রূপ ঢাকঃ আখি মুদি দেখ তারে যতন করিয়া। ধুয়া ॥ ২ ॥ রাধা কৃষ্ণ সখাঃ এই সত্য লেখাঃ বেদ

বিধি কহে সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ ৩ ॥ চারি পদ তলঃ দেয় চারি ফলঃ প্রকৃতি অধীন হরি দেখরে বুঝিয়া ॥ ৪ ॥ রথ লীলা নানা প্রকার । রাগ সময়ানু যাই । তাল আড়া তেতালা ॥ নব নবতৃণ যুক্ত সমান ভূমিতে । পূর্ব্বাধিক মনোরম শোভিত যা হাতে ॥ ১ ॥ অতি প্রাতে বৈকালেতে আর গোধূলিতে । বিস্তার ধরণী শোভা রথ ফিরাইতে ॥ ২ ॥ অনু পম বহু উচ্চ থরে থরে ঘর । ব্রহ্মাণ্ডের ছবি তাহে চিত্র মনোহর ॥ ১৩ ॥ শ্বেত লাল ধূম পীত মাতঙ্গে চালায় । সখীরা মাহুত তাহে চালাইছে পায় ॥ ৪ ॥ প্রেমের অঙ্কুশ হাতে নাহি কোন ভয় । রথ মধ্যে বিরাজিত গোলোকের রায় ॥ ৫ ॥ শ্রীমতী বিরাজ মানা বাম ভাগে বসি । আকাশ ভরিল রূপে জিনি রবি শশী ॥ ৬ ॥ নানা দেশী অশ্বরথ বিচিত্র কিরণ । বহু রথ যুড়িয়াছে লইয়া হরিণ ॥ ৭ ॥ কত সখী কত সখা রথেতে চড়িয়া । যুগল কিশোর সঙ্গে বেড়ায় ফিরিয়া ॥ ৮ ॥ সময় সময় মত ভিন্ন ভিন্ন রথে । আরোহণ করে প্রভু প্রিয়সীর সাতে ॥ ৯ ॥ বসন ভূষণ রথে সহিত বাহন । ত্রিলোক করিল দীপ্ত মোহন শোভন ॥ ১০ ॥ যখন চলয়ে রথ গোলের বেষ্টনে । রবি শশী তারা যেন ফিরিছে গগণে ॥ ১১ ॥ মনোরথ জ্ঞান রথ ধ্যান রথো পরি । চালায় ভকত বৃন্দ ভক্তি ডুরি ধরি ॥ ১২ ॥ বিশেষ বৈশাখ মাস যবে পূর্ণ্ণমাসী । কুসুমের রথ মধ্যে যুগলেতে বসি ॥ ১৩ ॥ তুষিতে ভক্তের মন ডুরি ভক্ত হাতে । আনন্দে চালায় রথ দেখ জগন্নাথে ॥ ১৪ ॥ আষাঢ়ে আশ্বিনে আর শুভ মাঘমাসে । বসাই প্রভুর মূর্ত্তি চলে দেশে দেশে ॥ ১৫ ॥ নিত্য ধামে বারমাস চলে ইচ্ছামত । অসীমা রথের লীলা উপমা রহিত ॥ ১৬ ॥ সহস্র সহস্র নাম রথের আখ্যান । এক মুখে কহিবারে অশক্ত রসন ॥ ১৭ ॥ সূত্র মাত্র লিখিলাম যাহা উপজিল । ভকতে রচিয় শেষ এই নিবে দিল ॥ ১৮ ॥ গীত ॥ রাগ ইচ্ছামত ॥ তাল ইচ্ছামত ॥ টপ্পা ॥ কায়মনো বাক্যে টান পদ রথখানি । হৃদয় পবিত্র সেতু তাহাতে চলনি ॥ ধুয়া ॥ ॥ মনের বাগানে রথ রাখ টানি আনি । জয় জয় ব্রজনাথ জয় রাধা রাণী ॥ ১ ॥ হিণ্ডোলা লীলা ॥ রাগ সোরঠমল্লার । তাল আড়াতেতালা ॥ আইল বরষা ঋতু হরিষ অন্তরে । নিতি নব নব শোভা নবীন অম্বরে ॥ ধুয়া ॥ ॥ দাদুর দাদুরী ব

লে ময়ূরী ময়ূরে। কোকিল কোকিলা কুহু কুহু রবকরে॥ ১॥ সারস সারসী নাচে বেড়ি সরোবরে। রাজহংস হংসী সহ ভাসিতেছে নীরে॥ ২ ॥ মনিয়া হইল লাল প্রিয়সীর তরে। তরুচর লতা আদি আনন্দে মুঞ্জরে॥ ৩॥ সারি সারি বক বকী বৈসে তরুবরে। মরকত জড়া যেন হীরা দীপ্তকরে॥ ৪ ॥ শীতল ঋতুর গুণে ভানু গুপ্তাচারে। জলের জলজে দীপ্ত করে মহীপরে॥ ৫॥ গ্রীষ্ম বিচ্ছেদ তাপ এবে গেল দূরে। সৌগন্ধি কুসুম যত প্রফুল্ল বিতরে॥ ৬ ॥ যূথে যূথে ধাওয়া ধাই মীন করে নীরে। পাইয়া অমৃত ধারা মীলে পরস্পরে॥ ৭॥ হরিণ হরিণী সহ তরুতলে ফিরে। একঠাঁই নানা ভাঁতি কামার্থে বিহরে॥ ৮॥ মিথুনেতে আর্দ্রা যোগ ঋতু অনুসারে। জুড়াইল মহীতল মন্দ মন্দ ধারে॥ ৯ ॥ মলয়পবন আর সৌগন্ধি স মীরে। বাড়িল তরঙ্গ অতি পিরীতি সাগরে॥ সুধাধিক ঋতু হেরি কহে নৃপবরে। প্রতি বনে রচ কুঞ্জ ললিতা সত্বরে॥ ১১॥ গন্ধবালা খস খসে ছাউনি উপরে। মধ্যে তাস জরি দিয়া বাদলা ঝালরে॥ ১২॥ চান্দনি চান্দনি জিনি টাঙ্গাও ভিতরে। তার নীচে রত্ন যুক্ত হিণ্ডোলা আহরে॥ ১৩॥ বিস্বকর্ম্মা ডাকি আনি কহনা তাহারে। প্রতিবনে নব ঝুল্না বনাও সত্বরে॥ ১৪ ॥ গুপ্ত আজ্ঞা পাবামাত্র অতুল সংসারে। নূতন হিণ্ডোলা রচে জিনিয়া কামেরে॥ ১৫ ॥ ঝুলিতে নাথের সনে রাই ইচ্ছাকরে। হেনকালে বাজে বাঁশী পুস্প সরোবরে॥ ১৬॥ হইল মীলন তথা প্রফুল্ল অন্তরে হিণ্ডোলায় ঝুলে দোঁহে নিকুঞ্জ মাঝারে॥ ১৭॥ সখীগণ তালমানে গাইছে মল্লারে। দামিনী দমকে যেন ঝুলনা উপরে॥ ১৮॥ কিশোর কিশোরী পেঙ্গ দিছে পদ ভরে। রাশি চক্র ফিরে যেন গগণ ভিতরে ॥ ১৯॥ গীত রাগ সোরঠ তাল তেওট ॥ কিশোর কিশোরী ঝুলে। অনঙ্গ মণ্ডিত হিণ্ডোলায়। রতন মঞ্জীর বাজে রাধা কৃষ্ণ পায়॥ ১॥ ধুয়া॥ ❀॥ দুই করে ডুরি ধরিঃ পরস্পর মুখ হেরিঃ রঙ্গে ভঙ্গে পেঙ্গ দিছে তায়॥ চিতান॥ ক্ষণে উঠি ক্ষণে বসিঃ যেন মেঘে ভানু শশীঃ তারা ঘেরি বিজলি খেলায়। রনকে দমকে ঝুলেঃ ঝুলাইছে সখীমীলেঃ মনোহরে রূপের ছটায়॥ ১॥ অতিসয় পেঙ্গ ভরেঃ করে ধরে তরু বরেঃ ফুল তুলি ভূষণ পরায়। ঝুলিতে ঝুলিতে বেশঃ দুইজনে অবিশেষঃ ক্ষণে ক্ষণে নূতন রচায়॥ ২ ॥ কভু

সখী কর‍্যে ধরি কৃষ্ণ লয় ঝুল্না পরিঃ কোন সখী হেরি মুচকায়। সুচারু জন্তুর রবে কাম কলা অনুভবেঃ প্রিয়সখী মদনে জাগায় ॥ ৩ ॥ হিণ্ডোলা মাধুরী রসঃ তিন লোকে গায় যশঃ হেরি হেরি নয়ন জুড়ায়। ফুল সরোবর তীরেঃ প্রথম হিণ্ডোলা পরেঃ দম্পতীকে সখীতে ঝুলায় ॥ ৪ ॥ প্রথম দিনের হিণ্ডোলার গীত সাঙ্গ ॥ নিধুবনের হিণ্ডোলা লীলা ॥ রাগ মল্লার। তাল একতালা। নিধুবনে কুঞ্জ মাঝে ঝুলে হিণ্ডোলায়। সমুখেতে ব্রজরাণী সহ যদুরায় ॥ লাল ডুরি লাল রত্ন জড়া আছে তায়। লাল জামা লাল পাগ লাল পটুকায় ॥ ২ ॥ লাল রঙ্গের গোরোয়াল কৃষ্ণ অঙ্গে ভায়। লালে লাল অভরণ তমালে জড়ায় ॥ ৩॥ কুঞ্জ শোভা হয় যেন ভানু অস্ত যায়। ফটিক জিনিয়া শোভা সরোবরে ছায় ॥ ৪ ॥ অঙ্গ আভা পাইয়া নীর লোহিত খেলায়। শ্বেত পুষ্প যত ছিল সূর্য্য কান্তি প্রায় ॥ ৫ ॥ গগণের ধারা যেন মুক্তা বরিষায়। তারমধ্যে নানাভাঁতি লালে শোভাপায় ॥ ৬ ॥ কুঞ্জ শোভা দেখি হরি উনমত্ত প্রায়। রাধা রাধা বলি শ্যাম ধরিবারে চায় ॥ ৭ ॥ সখী কহে রাধা কোথা তব হিণ্ডোলায়। শুনি কৃষ্ণ এইবাণী করে হায়হায় ॥ ৮ ॥ রাইঅঙ্গ থর থর বিরহ জ্বালায়। কৃষ্ণ দরশনে চলে লই বিষখায় ॥ ৯ ॥ নিধুবনে উপনিত যথা শ্যাম রায়। বসন ভূষণ ছায়া সোহাগে মিশায় ॥ ১০ ॥ আদরিয়া কর ধরি হিণ্ডোলে বসায়। পথ শ্রম জানি কৃষ্ণ সেবে রাঙ্গা পায় ॥ ১১ ॥ উঠিল নূতন রঙ্গ রমণী ভুলায়। কাঞ্চনে উপনিদিয়া যেমত ঝালায় ॥ ১২ ॥ ততোধিক রাই অঙ্গ সহজে শোভায়। ভিজিয়া সুয়ার শাড়ী অঙ্গেতে মীলায় ॥ ১৩ ॥ দামিনী ফাটিয়া পড়ে লাল মেঘে প্রায়। ফটিকের খাম্বা যত ঝলকে তাহায় ॥ ১৪ ॥ রাই পদ আভা পায়্যা পদ্মরাগ হয়। দশ দিশ জল মেঘে চন্দ্র জ্যোতিময় ॥ ১৫ ॥ তার মধ্যে প্রতি বিম্ব রাধা কৃষ্ণ ময়। হিণ্ডোলা কুঞ্জের সহ দিগ দীপ্ত হয় ॥ ১৬ ॥ নিজ ভক্ত গণে দেখে এই অভিপ্রায়। ভক্ত প্রতি কতদয়া বলা নাহি যায় ॥ ১৭ ॥ অতিশয় ঝুলে কৃষ্ণ প্রিয়সী ত্বরায়। পুনরপি ধরি কৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গে মীশায় ॥ ১৮ ॥ জয়জয়ন্তী মল্লারেতে প্রিয় সখী গায়। মোহন বাজায় বাঁশী মোহে অবলায় ॥ ১৯ ॥ জন্তু নাচে পক্ষী নাচে হইয়া নির্ভয়। হিণ্ডোলা আনন্দ লীলা সুখের আশ্রয়

॥ ২০ ॥ সেই জীব ধন্য যার জন্ম মথুরায় । কোটি কোটি নমস্কার করি তার পায় ॥ ২১ ॥ গীত । রাগ সোরঠ। তাল আড়াতেতালা ॥ যুগল কদম্ব তরুঃ বান্ধিলবে ডুরি চারুঃ তারমধ্যে রতন হিণ্ডোলা টাঙ্গাইল ॥ ১ ॥ রাধিকার সঙ্গি যতঃ মনদিয়া মনোমতঃ রতি কাম জিনি ধর্ম হিণ্ডোলা রচিল ॥ ২ ॥ আঙ্গিয়া চুনারি লালঃ লাল বিন্দু শোভেভালঃ ভূষণ উড়ান লালঃ রাধিকা পরিল ॥ ৩ ॥ মুকুট জড়িত লালঃ জামা নিমা সোরয়ালঃ শ্যাম অঙ্গে শোভে ভালঃ লালেতে ভূষিল ॥ ৪ ॥ লাল বেশে লাল দেশঃ তরুণ অরুণ শেষঃ হেরিয়া হরিল ক্লেশঃ আনন্দে মজিল ॥ ৫ ॥ রাধা কৃষ্ণ কোলে করিঃ বসাল হিণ্ডোলা পরিঃ চারি দিগে সখী ঘেরীঃ ঝুলাতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ঝুলিতে রূপের ছটাঃ পদ্মরাগ জিনি ঘটাঃ শোভিল ব্রহ্মাণ্ড কটাঃ জগত মোহিল ॥ ৭ ॥ করুণানিধান হাসিঃ অধরে বাজায় বাঁশীঃ ঝুল রাধা ঝুল রাধা সোরঠে গাইল ॥ ৮ ॥ নিধুবনে হিণ্ডোলা দ্বিতীয় লীলা সাঙ্গ ॥ গীত । খামাজ রাগীণী । তাল সম ॥ ঝুলনাতে ঝুলে মোহিনী মোহন । হেরিল লোচন মোর মন হইল বন্ধন ॥ ধুয়া ॥ ॥ রতন নূপুর ধ্বনি শুনি শুনি জুড়াইল যুগল শ্রবণ ॥ রাধা কৃষ্ণ রস গুণ তাল সুরে সদা গাও বদন রসন ॥ তিন লীলা সাঙ্গ ॥ বৃন্দাবন হিণ্ডোলা ॥ রাগিণী খামাজে রমাঝ । তাল আড়াতেতালা ॥ এমন হিণ্ডোলা কভু দেখি নাই ॥ নবীন অরুণ দিয়া দিয়াছে জড়াই ॥ ধুয়া ॥ ॥ সারি সারি নিশাকর খাম্বা মাঝে রয়্যাছে মিশাই ; লটকে আনার যত তারা কারা শোভার বড়াই ॥ ১ ॥ ময়ূয়া ময়ূরা কারা হীরামন কল সে দেখাই । মেরাপে কোকিলা কৃতি কাকাওয়া মাঝেতে বসাই ॥ ২ ॥ চালেতে নুরির শ্রেণি কলে বলে একি চতুরাই । চারি দাণ্ডা সখীময় কথা কয় কলের বানাই ॥ ৩ ॥ প্রেমধার পাল্লা খানি কাম চীরে আসন বনাই । তার মধ্যে শ্যাম শ্যামা বিরাজিত দোঁহে এক ঠাঁই ॥ ৪ ॥ কুসুমে ভূষিত অঙ্গ গোলাবির বসন পরাই । রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু ঘুঙ্গুরেতে চরণ বাজাই ॥ ৫ ॥ সকল গোপিনী মন এক ঝুল্নে লইল কানাই । মুখ হেরি সারি সারি ব্রজনারী রহে মুখ চাই ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণময় মনো দেখি কৃষ্ণ কয় কেমনে পুরাই । দুর্ল্লভ অবলা বাঞ্ছা আমারই কিছু জানে

গাই ॥ ৭ ॥ প্রেম রসে লোকা তীত লীলা করে প্রেমের গোসাঁই। যত গোপী তত কুঞ্জ বনে বনে রচে ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৮ ॥ প্রতি গোপী সঙ্গে ঝুলে কৃষ্ণ ধন পাইল সবাই। হিণ্ডোলা বিলাস রাস অভিলাষ দিতেছে পূরাই ॥ ৯ ॥ মল্লার রাগর সপ্ত-সুরে রাগিণী মীলাইয়া সোরঠ কর্ণাট পূরবী মালসী গৌরী গাই ॥ ১০ ॥ আলাপী শিন্ধান রাগ আসওয়ারি মালব গৌড়াই। পরজ গুজ্জরী টোড়ি ঝিঝটেতে রাগিণী জাগাই ॥ ১১ ॥ ঋতু কালে ঋতুপালে মিথুনেতে কামেরে জাগাই। তালে তালে পেঙ্গ দিয়া গোপী সঙ্গে হিণ্ডোলা ঝুলাই ॥ ১২ ॥ হৃদে পশি শ্যাম শশী অন্ধকার দিতেছে হারাই। প্রেমসিন্ধু সুধা রসে পূর্ণা নন্দে উল্লাসিনী রাই ॥ ১৩ ॥ কমলে ভ্রমরা শোভে হেরি হেরি বলিহারি যাই। কাঞ্চনে জড়িত যেন নীলমণি ছটা রহে ছাই ॥ ১৪ ॥ রাধা কৃষ্ণ দুই রূপ তাতে বহু হয় ঠাঁই ঠাঁই ॥ বৃন্দাবনে গুপ্ত লীলা ব্রহ্মাআদি দেবে জানেনাই ॥ ১৫ ॥ বন শোভা শুক পুচ্ছ কান্তি জিনি কান্তি বিতরাই। লাল শ্বেত উধাপীত বহু রঙ্গি ফুল বিকসাই ॥ ১৬ ॥ ইন্দু বধূ থরে থরে মহীপরে রহিল বিছাই। মখমল জিনি শোভা বিধি আনি রাখিল সাজাই ॥ ১৭ ॥ কোকিল ভ্রমরা রবে বিরহিনী রাখিল মাতাই। সেতাপনাশিল কৃষ্ণ গোপী অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ মিশাই ॥ ১৮ ॥ বনচর জলচর পক্ষী আদি সুধা ঋতু পাই। সুধা ধারে কেলি করে সহ নারী কৃষ্ণ মুখচাই ॥ ১৯ ॥ মোহন মোহিনী ঝুলে বৃন্দাবনে আনন্দ মচাই। অনিমিখে হের আখি পুরাতন এতাপ জুড়াই ॥ ২০ ॥ মধুরিম অনুপম এই লীলা গাও সব ভাই। আনন্দে বিভোল হও লীলামৃত সুধা রস খাই ॥ ২১ ॥ গীত। রাগিণী আড়ানা। তাল তেওট ॥ এইবার ঝুলাব মনের সাধে মোহন মোহিনী। দেখিব যুগল রূপ দিবস রজনী ॥ ধুয়া ॥ ॥ নিতি নব নবঃ হিণ্ডোলা রচিবঃ ত্রিভুবনে শোভা যত ছানি ছানি আনি ॥ ১ ॥ চারি লীলা সাঙ্গ ॥ নিকুঞ্জে হিণ্ডোলা লীলা ॥ রাগিণী ঝিঝট। তাল তেতালা ॥ নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে আজু বিরাজিত। অপরূপ হিণ্ডোলায় দোঁহেতে মোহিত ॥ ১ ॥ হেমের লতায় যেন তমালে জড়িত। কিম্বা নবঘনে দেখি জড়িত তড়িত ॥ ২ ॥ উজ্জ্বল হাটকে যেন নীলমে খচিত। অথবা শরদ চাঁদে মৃগাঙ্ক সহিত ॥ ৩ ॥

গৌর শ্যাম দুই অঙ্গে লালেতে ভূষিত। সুয়ার বস্ত্র পরীধান প্রকাশে জগত ॥ ৪ ॥ প্রতি অঙ্গে কত চাঁদ নাহয় গণিত। পদ তলে কত ভানু দেখ অখণ্ডিত ॥ ৫ ॥ নয়ন সাগরে শোভে সরোজ লোহিত। চারু ভুরু কামানেতে কমলিনী জিত ॥ ৬ ॥ ওষ্ঠের গরিমা শোভা চাঁদ মুখে যত। লাল রঙ্গ যত আছে দর্প কৈল হত ॥ ৭ ॥ লাবন্যতা সুধা মাখা বদন হাসিত। কত ভাঁতি পদ্ম ফুটে রূপে যুথ যুথ ॥ ৮ ॥ হস্তি দন্ত হিণ্ডোলায় রতন নির্ম্মিত। কাল রঙ্গ বাদনায় ডুরি জড়াইত ॥ ৯ ॥ জর দোজি বিছানায় রতন মণ্ডিত। কল্পতরু পারিজাত তরু শতশত ॥ ১০ ॥ রত্ন বেদী সুধা সিন্ধু কর্যাছে বেষ্টিত। শ্যামল তমাল আদি ভূমেতে রাজিত ॥ ১১ ॥ অতুল বনের শোভা দীপ্ত বাচাতীত। অষ্ট মুঞ্জরীতে সেবা করে মনোমত ॥ ১২ ॥ অষ্ট সখী নাচেগায় কুঞ্জেরচরিত। প্রিয়তম প্রিয়সঙ্গে হিণ্ডোলে রমিত ॥ ১৩ ॥ [illegible] দুর্ল্লভ রূপ দেখহ সতত। সখী অনুগত হয়্যা পূরাও বাঞ্ছিত ॥ ১৪ ॥ রাধা কৃষ্ণ লীলামৃত আনন্দে পুর্ষ্টিত। নিত্যানন্দে করপান ভক্তের সহিত ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বপাপ তাপআদি হইবে স্থকিত। রাধা কৃষ্ণ বলসবে হয়্যা হরষিত ॥১৬॥ গীত। পরজ রাগিণী। তাল আড়াতেতালা ॥ নিভৃত নিকুঞ্জে হিণ্ডোলা বেহারি। রঙ্গিনী সঙ্গিনী লয়্যা লীলা সহকারী ॥ ধুয়া ॥ ॥ আনন্দে কৌতুক কেলিঃ প্রিয়া সহ বনমালীঃ ষোল কলা করে বন যারি। হেরিয়া সুখার বিন্দঃ আনন্দে ভকত বৃন্দঃ বার বার যায় বলিহারি ॥ ১ ॥ লীলা পঞ্চম সাঙ্গ ॥ নাগরদোলা লীলা ॥ রাগিণী মোল তান। তাল তেওট মধ্যমান ॥ শ্যাম নাগর দোলায়ঃ রাধারে ঝুলায়ঃ ললিতা বিষখা আদি প্রতি খাট লায় ॥ ১ ॥ মাঝে পেয়ারী পুর্ণ্ণ শশী হইল উদয়। শশী যেন বাররাশি বেড়া আছে তায় ॥ ২ ॥ গোধূলি মেঘের শোভা বসন ভূষায়। ঘুরিয়া ঝুলিতে দেখ নক্ষত্র খেলায় ॥ ৩ ॥ খাটলার তলে জড়া শোভা হেম নয়। স্ফটিকের দাণ্ডা যুক্ত লাল বিম্ব তায় ॥ ৪ ॥ সুমেরু কুমেরু দুই থাম্বা শোভা পায়। কমুরিতে ঝুনা বান্ধি দোলায় ফিরায় ॥ ৫ ॥ শত শত ইন্দ্র ধনু তাহে শোভা পায়। সিন্দূরের বিন্দু ভালে ভানু বিরাজয় ॥ ৬ ॥ নবঘন শ্যাম তনু মহীতে দাঁড়ায়। স্বর্গ শোভা উপরেতে হেন দেখা যায় ॥ ৭ ॥ মৃণাল কমল করে হিণ্ডোলা

দোলায় । শ্যাম ছায়া মহা মায়া অঙ্গে যায়্যা ছায় ॥ ৮ ॥ প্রিয়সীর তেজ যেন বিজলী খেলায় । রাই অঙ্গ আভা আসি শ্রীঅঙ্গে বেড়ায় ॥ ৯ ॥ ফুটিল চাঁপার ফুল গুতি অঙ্গে তায় । যুগল বিহার শোভা হৃদয় জুড়ায় ॥ ১০ ॥ কতেক হিণ্ডো লা লীলা করে যদুরায় । কোটি কোটি নমস্কার কৃষ্ণ ভক্ত পায় ॥ ১১ ॥ নব বৃন্দা বন মাঝে মগন শালায় । করুণানিধান দাসে করুণা দেখায় ॥১২॥ গীত । রাগিণী কাফী । তালসম ॥ জুড়াওরে তাপীত আখি নাগরী নাগর হিণ্ডোলা লীলা দেখি য়া । গোলোকের চুড়ামণি কেলি করে অবনি মণ্ডলে আসিয়া ॥ ধুয়া ॥ ॥ কত পুন্য রাশি রাশিঃ কর্যাছিল ব্রজবাসীঃ আনন্দিত দিবা নিশিঃ প্রেম সাগরে ভা সিয়া ॥ ১ ॥ জগতের অধিকারীঃ ব্রজভূমে নরনারীঃ কেমনে চিনিতে পারিঃ অতি অজ্ঞান হইয়া ॥ ২ ॥ ষষ্ঠ লীলা সাঙ্গ ॥ সপ্তম লীলা নৌকায় ঝুলন বার রোজ ॥ রাগ মল্লার । তাল আড়াতেতালা ॥ ॥ তৃতীয়া হইতে মাগো বরষা হয়্যাছে । ছয় বনে ঝুলিলাম তবু সাধ আছে ॥ ১ ॥ মাবিনা মনের সাধ কব কার কাছে । ঝু লিব বরষা ভরি এই সাধ আছে ॥ ২ ॥ ব্রজ গোপী সবে মীলি আমারে বল্যা ছে । মম সঙ্গে ঝু লিবেক প্রতিজ্ঞা কর্যাছে ॥ ৩ ॥ নিতি নিতি হিণ্ডোলায় সকলে ঝু লিব । গোলোকের যত লীলা ব্রজেতে করিব ॥ ৪ ॥ বিচিত্র তরণি বহু আনি দেহ মোরে । জর দোজি মণিময় বনাত উপরে ॥ ৫ ॥ বাদলা ঝালর আদি দিতে হবে ভাল । ঘাটা টোপে কলসেতে যেন করে আল ॥ ৬ ॥ দাঁড়ি মাজি ব্রজ শিশু হইব সকল । নটবর বেশ ভূষা হবে অবিকল ॥ ৭ ॥ কনক বঠ্যায় হালি পঞ্জানি সহিত । নানা রঙ্গ পতাকায় হইবে শোভিত ॥ ৮ ॥ ঋতু মত শাড়ি গান মল্লারে মীলিত । বরষা রাগিণী যত তাহার সহিত ॥ ৯ ॥ কালজলে আল করি তরণি রচিব । তার মধ্যে হিণ্ডোলাতে আমরা ঝু লিব ॥ ১০ ॥ বৃন্দাবন সীমা ছাড়ি দূরে সাযাইব । তোমার বাৎসল্য ভাবে আনন্দে ফিরিব ॥ ১১ ॥ যশোদা শিশুর কথা আনন্দে শুণিল । ডাকি আনি নন্দরাজে সকলি কহিল ॥ ১২ ॥ পূর্ব্বের কর্ম্মের ফলে কমি কিছু নাই ॥ আনন্দে সুন্দর নৌকা দিলেন যোগাই ॥ ১২ ॥ রঙ্গমহ লেতে বাঁধে বড়াই হিণ্ডোলা । রচিল মনের সাধে ভুবন উজলা ॥ ১৪ ॥ ময়ূর

মুখী হংস মুখী মগর চেহারা। হয় হস্তী মুখ আদি মোহন বজরা ॥ ১৫ ॥ প রিন্দা লচকা ডিঙ্গা বহু পলওয়ার। ভাউলিয়া কাক জঙ্গি পিনিস বিস্তার ॥ ১৬॥ লাল পীত শ্বেত নীল কাসনি গোলাবি। উধা তুসি জমরদি আবিরিও আবি ॥ ১৭॥ সোনা রূপা তবকেতে তরণি মুড়িয়া। ফুল ফল লতা তরু দিয়াছে লিখিয় ॥ ১৮ ॥ কালিন্দীর কাল জলে রঙ্গিত তরণি। জল স্থল শোভা কৈল স্ফুরিত দামিনী ॥ ১৯ ॥ সরোবরে নানা জাতি কমল ফুটিল। ততোধিক শোভা দেখ যমুনার জল ॥ ২০ ॥ নবমী শ্রাবণ মাস সিতাসিত নিশি। তরণিতে কেলি করে রূপক রূপসী ॥ ২১ ॥ দুইকুলে ফল ফুলে সুগন্ধি মণ্ডিত। অমৃত জিনিয়া ধারা ক্ষুদ্র মোতি মত ॥ ২২ ॥ মলয় সমীর সহ বর্ষে মন্দ বিন্দু। চৌষষ্টি কলায় কামউথ লিল সিন্ধু ॥ ২৩ ॥ তুম্বুর নারদ হর যেন রাগ ভাঁজে। হেন নাদে ঘনেঘন নবনে গরজে ॥ ২৪ ॥ চপলা আকুল হই কৃষ্ণ দরশনে। কাল মেঘে আসি হাসি প্রকাশে গগণে ॥ ২৫ ॥ তারা কারা হয়্যা সুর হেরিছে নয়নে। পুষ্প বৃষ্টি প্রেম ধারা বর্ষে বৃন্দাবনে ॥ ২৬ ॥ দিবসের যত শোভা অধিক নিশিতে। চন্দ্র জ্যোতি কোটি কোটি ভাঁতি দুই ভিতে ॥ ২৭ ॥ ততোধিক দীপ্ত করে হিণ্ডোলা বেড়িয়া। তরণি হিণ্ডোলা শোভা শোভাকে জিতিয়া ॥ ২৮ ॥ সখী সখা মীলি ঝুলে শত শত নায়। ইহার শোভার আভা কহা নাহিযায় ॥ ২৯ ॥ মনোহারী নৌকামধ্যে ঝুলে যদু রায়। মনো সুখে প্যারী গোরী ঝুলিছে হেলায় ॥ ৩০ ॥ বলরাম শিশু লয়্যা তালে শাড়ি গায়। বাৎসল্য ভাবেতে রাণী ভোজন যোগায় ॥ ৩১ ॥ নাশিতে তিমির পক্ষ পঞ্চমী অবধি। হিণ্ডোলায় জল লীলা করে ব্রজনিধি ॥ ৩২ ॥ যেদে খিল এই লীলা ধন্য জন্ম তার। কিকব রূপের ছটা যাই বলিহার ॥ ৩৩ ॥ গো লোকের পতি আসি করিল বিস্তার। একমুখ তাহে মূর্খ কিকব বিস্তার ॥ ৩৪ ॥ য তেক শোভার শোভা ত্রিভুবনে আছে। ততোধিক শোভা দেখ রাধা কৃষ্ণ কাছে ॥ ৩৫ ॥ উপমা দিবার দ্রব্য নাহিক জগতে। অবাক হইল মন একপ ভাবিতে ॥ গীত শাড়ি ॥ যথ রাগিণী। তাল যথা ॥ আর পেঙ্গ দিবনা ঝুলাইতে বিশা ল। জানাআছে তুমি ভাল রসিক রসাল ॥ ১ ॥ থরথর করে তনু মুখ দেখিতে

হয় বাধা। কেমনে পূরাবে হরি এই অবলার সাধা॥ ২॥ দেখিবারে চাঁদমুখ তব সঙ্গে আমি ঝুলি। চকোরী হয়্যাছে আখি দেখ চাঁদমুখ তুলি॥ ৩॥ শ্যাম ঝুলিতে রূপের ছটা যমুনার দুই কূল করিল উজলা॥ ১॥ ধুয়া॥ ❁॥ নৌকার উপরে দেখি অতি মনোহর। গোপিনী ধাইয়া চলে ছাড়ি নিজঘর॥ ১॥ হিণ্ডোলায় ঝুলি কৃষ্ণ রাধা তব সঙ্গে। ব্রজের রমণী দেখ কত শত ভঙ্গে॥২॥ তোমার সখা নৌকা বাবে দেখিব নয়নে। তাল মানে শাড়ি গাবে শুণিব শ্রবণে॥ তেসরা গীত॥ শৃঙ্গার বটের ঘাটে হিণ্ডোলা টাঙ্গায়্যা। দুইজনে ঝুলিববন্ধু সঙ্গিনী লইয়া॥ ১॥ কদম্বের ফুলতুলি মারিব সঘনে। সেই ফুল লয়্যা দাঁড়ি পরিবেক কাণে॥ ২॥ সুয়ার কোরতা পরি জরির হাশিয়া। লাল পাগ শোভে শিরে লালের [illegible]॥ ৩॥ বৈঠায় পঞ্জনি বাঁধা বসি সারি সারি। গাইবে তোমার গুণ হবে মনোহারী॥ ৪॥ চুড়াকল্লি পরি মাঝি নৌকা চালাইবে। মাঝখানে শাড়িদার সুবল হইবে॥ ৫॥ লাল জামা লাল পাগ পটুকা মোহন। রতন ভূষণ আদি তাহার সাজন॥ ৬॥ বাঙ্গাল বুলিতে শাড়ি ঝুলেতে গাইবে। দুই পাশে দাঁড়ি মীলি সঙ্গে সুর দিবে॥ ৭॥ যাহা চাবে তাহা দিব তরণি বাহকে। ত্বরা করি লীলা কৃষ্ণ দেখাও আমাকে॥ ৮॥ ব্রজ বাসী হয় যেই হব তার দাস। রাধা কৃষ্ণ হেরি হেরি পূরাইল আশ॥ নৌকার হিণ্ডোলা লীলা সাঙ্গ॥ ❁—✳—❁॥ গীত॥ রাগ হামির। তাল মধ্যমান॥ গোপ গোপী ধায়্যাছে দেখিতে পুলিনে হিণ্ডোলা। মোহন মোহিনী ঝুলিছে যমুনা করিয়া উজলা॥ ধুয়া॥ ❁॥ ভক্ত মনোরঞ্জন করেণ নন্দদুলালা। গোপী চন্দন অঙ্গে ত্রিভঙ্গে গলেবন মালা॥ ১॥ মঞ্জীর পদে বাজে বিরাজে নয়ন বিশালা। মোর মুকুট রাজে বিসাজে শ্রবণে কুণ্ডলা॥ ২॥ দুই ভঙ্গি করে অধরে মুরলী তরলা। ভৃগুচিহ্ন কৌস্তুভ গৌরব হেরি মাতোয়ালা॥ ৩॥ ভূষণের ভূষণ মোহন মোহিনী বিমলা। আশা ধারী সুদাসে প্রকাশ করুণা শ্রীলালা॥ ৪॥ পুলিনের হিণ্ডোলা অষ্টম লীলা সাঙ্গ॥ রাগিণী জয় জয়ন্তী তাল মধ্যমান॥ ধীরে ধীরে ঝুলাও হরি। অধিক ঝুলিতে নারি। হেরি চাঁদ মুখ ভুরি ধরিতে পাসরি॥ ধুয়া॥ ❁॥ তব নটবর বেশঃ হরিল মনের ক্লেশঃ

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হৈয়া দাঁড়াও বেহারি ॥ ১ ॥ মুকুট ঝলক ছটাঃ প্রেবেশিয়া নীল ঘটাঃ শশী ভানু এক ঠাঁই উদয় বিচারি ॥ ২ ॥ ময়ূরের পিচ্ছ শ্রেণিঃ অনন্তের ফণা জিনিঃ বেড়িয়া মুকুট রাজে মোর মনোহারী। মকর কুণ্ডল মণিঃ কোথাহৈতে দিল আনিঃ কত রাধা দেখাযায় সীমা দিতেনারি ॥৪ ॥ থরে থরে মোতি হারেঃ তারা যেন মালাকরেঃ গাথিয়া দিয়াছে গলে ভুলাইতে নারী ॥ ৫ ॥ অসংখ্য মঙ্গল জিনিঃ হৃদয়ে কৌস্তুভ মণিঃ বৃন্দাবন জলস্থল প্রতি বিম্বধারী ॥ ৬ ॥ শ্যামাঙ্গে চন্দন রেখাঃ শ্বেতাম্বুজে নীর ঢাকাঃ হেন শোভা তব অঙ্গে সদাই নেহারি ॥ ৭ ॥ আল কি বিলাপ নাসেঃ অনঙ্গ পলায় ত্রাসেঃ দেখি নব কামদেব গোকুলে মুরারি ॥ ৮ ॥ মৃণাল কমল করেঃ ধরিয়াছে দুই ডোরেঃ যেন কর্ম্মসূত্র বিধি ধরি অধিকারী ॥ ৯ ॥ নটবর রূপখানিঃ সেইমত অনুমানিঃ প্রেমসূত্রে বান্ধিয়াছে বুজ নরনারি ॥ ১০ ॥ জাঙ্গিয়া চম্পক জিতঃ ধড়া তাহে লাল শ্বেতঃ মৃণালে কমল দোলে সুধার লহরী ॥ ১১ ॥ কিঙ্কিণী কমর মাঝেঃ ঝুলিতে সুতালে বাজেঃ একরূপ দেখিতে মনো হইল ভিখারি ॥ ১২ ॥ রম্ভা তরু জিনি উরুঃ সুন্দর চরণ চারুঃ সুকোমল পদ তল জিত তিমিরারি ॥ ১৩ ॥ ঝুলিতে তুলিতে পদঃ হরিছে সব বিপদঃ অষ্টাদশ চিহ্ন দাস মনো শোভাকারী ॥ ১৪ ॥ প্রিয়সীর প্রিয়বাণীঃ শুনি শুনি শিরোমণিঃ নিজ রূপ নাদেখিয়া বাথান আমারি ॥ ১৫ ॥ রাধা গুণ শুনি কানেঃ দ্রুব হই ততক্ষণেঃ বুজ ভূমে জন্ম এবে লাগিয়া তোমারি ॥ ১৬ ॥ লীলা নয় সাঙ্গ মোটে লীলা বিশ রোজ সাঙ্গ ॥ পরজ রাগিণী। তাল আড়াতেতালা ॥ আমি অধিক ঝুলায়্যা পেয়ারী মনো সুখপাই। তোমার বাতাসে আমি হৃদয় যুড়াই ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ সময় ঘোর ঘটা শশী ভানু নাই। ঝুলিতে তোমার ছটা দীপ্ত সব ঠাঁই ॥ ১ ॥ তব অঙ্গে মম তনু রাখ্যাছে মিশাই। নীলাম্বরে কাল অঙ্গ হয়্যাছে শামাই ॥ ২ ॥ পতনে পতন রক্ষা তোমার বড়াই। ঝুলিতে করহ ডর একি চতুরাই ॥ ৩ ॥ পদতলে কালজলে কৈল রোসনাই। জল জন্তু বিহরতি দেখ প্রিয়াচাই ॥ ৪ ॥ চরণের অভরণ দুইকূলে যাই। মহতাবি জিনিয়া আল কৈল দেখ রাই ॥ ৫ ॥ কমরেতে চন্দ্রহার চাঁদেতে গাথাই। পূর্ণজিত চন্দ্র তাহে সুন্দর গোলাই ॥ ৬ ॥ গলায় রতনহার রতনে জড়াই

। তাহাতে দুর্লভ আভা অঙ্গ পরশাই ॥ ৭ ॥ উরো বসি দোলে শশী যখন ঝুলাই। চাঁপাকলি গুণবন্দ গলেতে শোভাই ॥ ৮ ॥ আমার কালিয়া অঙ্গ করিলা গৌরাই। কাণের ঝুমুকা তব কেদিল জাগাই ॥ ৯ ॥ সিথিপাটী প্রভাগেল গগণেতে ধাই। জলজে হইল দীপ্ত তিনলোক ছাই ॥ ১০ ॥ মম রূপ চুরি করি খোপার বান্ধাই। কিকব বেণীর শোভা বলিহারিযাই ॥১১॥ ভাগ্যে নীলবস্ত্রে অঙ্গ রাখ্যাছ ঢাকাই। নতুবা রূপের তেজে জ্বলিত সবাই ॥ ১২ ॥ লাল চন্দনের বিন্দু ভালে ফলকাই। হইল অরুণ আখি দেখিতে ইহাই ॥ ১৩ ॥ ভুরু সনে কালফণী থুয়্যাছে জড়াই। হেরিতে হরয়ে প্রাণ তোমার দোহাই ॥ ১৪ ॥ বেশর সহিত নত নাসাতে দোলাই। ঝুমেক চুড়ায় যেন চাঁদের ফিরাই ॥ ১৫ ॥ হৃদি কলি কণ্ঠ ফুলে দিলেক ফুটাই। কর্ণপাতে নজোপ্রাত করিল দোলাই ॥ ১৬ ॥ বালুর ঝলকে ভানু দিল ঝলকাই। অলকায় অন্ন কেন ভূষণ বড়াই ॥ ১৭ ॥ ধন্য মান্য তব রূপ বলিহারি যাই। তিলআধ নাদেখিলে জীবন হারাই ॥ ১৮ ॥ শিশুকালে এত রূপ সীমা দিতে নাই। যৌবন ঝলকছটা জিতিবে গোসাঁই ॥ ১৯ ॥ বৃন্দাবনে ঝুলি আমি তবসঙ্গে রাই এই লীলা তিন লোকে গাবে সর্ব্ব ঠাঁই ॥ ২০ ॥ তরণি হিণ্ডোলা শোভা নিত্য নিত্য গাই। কহিবারে নারে মুখ যত সুখপাই ॥ ২১ ॥ কাম্য বনের হিণ্ডোলা দশ লীলা সাঙ্গ ॥ গীত। ঝিঝট রাগিণী। তাল আড়াতেতালা ॥ মনের সাধে ঝুলাইব প্যারী নাকরিয় মানা। কালরূপ আল হবে কর্যাছি বাসনা ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ সুধা মাখা সমীরণ ঝুলিতে ঘটনা। তবঅঙ্গ সঙ্গবিনা কদাচ পাবনা ॥ ১ ॥ একুইশ লীলা সাঙ্গ ॥ বিশ্রাম ঘাটের হিণ্ডোলা ॥ রাগ ধনাশ্রী। তাল চলতা। আজু মথুরায় যদুরায় লীলা করে হিণ্ডোলায়। বিশ্রাম রতন ঘাটে শোভে যমুনায় ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ রতন হিণ্ডোলা মাঝে কুসুম রচিত। শারী শুয়া শিখী নুরি বিচিত্র বেষ্টিত ॥ ১ ॥ চারি কোনে মনোরম কদম্ব ফুটিত। মালতী লতায় তরু হৈয়াছে জড়িত ॥ ২ ॥ থাম্বা দাণ্ডা ঘেরিজড়া তারার সহিত। কতকোটি শশী ভানু হৈয়াছে মিশ্রিত ॥৩॥ চাঁদের চাঁদোয়া খানি উপরে শোভিত। দেবদারু তরু শাখে ইন্দ্রজাল যুক্ত ॥ ৪ ॥ কুমুদ আমোদকরে ডালেতে ঝুলিত। নানারঙ্গ পদ্মতায় রঙ্গ

লট কিত ॥ ৫ ॥ জলজ উজ্বলা কৈল নহে উপমিত। কমলের সরোবর উলট নি গুিত ॥ ৬ ॥ গগণে কমল আছে নাহয় বিদিত। ফুলের ঝুমুকা ঝুলে জিনি মণি যূথ ॥ ৭ ॥ পতাকা নিশান ধ্বজা অপূর্ব্ব উড়িত। দর্পণ রতনযুক্ত বেদীতে রাজিত ॥ ৮ ॥ কত শত ব্রজবাসী ঘেরি আনন্দিত ॥ দুর্ল্লভ বল্লভ হেতু হিণ্ডোলা রচিত ॥ ৯ ॥ কনক ঝুলনা তাহে জড়ামর কত। কমল বিছানা মণি লালেতে মণ্ডিত ॥ ১০ ॥ কিশোর কিশোরী বসি তাহাতে দোলিত। নয়নে হেরিয়া রূপ রূপেতে স্থকিত ॥ ১১ ॥ রূপের মাধুরী ছটা সুধায়ে মীলিত। প্রতি অঙ্গ কিরণেতে তেজ প্রকাশিত ॥ ১২ ॥ ইন্দু ভানু নানা রত্ন তারা অগণিত। কমল গোলাব আদি কুসুম বহুত ॥ ১৩ ॥ দামিনী দর্পণ অঙ্গহৈতেছে সৃজিত। দুর্ল্লভ বল্লভ আভা মোহিনী মোহিত ॥ ১৪ ॥ নয়ন চকোর হত রূপ সুধাপানে। অথবা চাতক হও তৃস্না নিবারণে ॥ ১৫ ॥ কিম্বা মীন হও মন সুধা সরোবরে। ভৃঙ্গ হৈলে ভালহয় পাদপদ্ম বরে ॥ ১৬ ॥ পদ্মমধু পানকরি বিহর সংসারে। হৃদয় সরোজে রাখ পদদিনকরে ॥ ১৭ ॥ ওহে মন হেন কাল নাপাইবে আর। মৃগ হৈয়া রূপ বনে বাস কর আর ॥ ১৮ ॥ মন তুমি এক মন হও একবার। রূপের সাগরে ডুবি নাভাসিবে আর ॥ ১৯ ॥ ডুবিতে সাগরে যদি তুমি নাহি পার। লতা হৈয়া বেড়ি রহ শ্যাম তরুবর ॥ ২০ ॥ অথবা সুন্দর সখীর পদরেণু হৈয়া। হিণ্ডোলা বেহার দেখ পদে লুকাইয়া ॥ ২১ ॥ হিংসা ত্যজি পশুগণ কুঞ্জে করে কেলি। পশুহৈতে শ্রেষ্ঠ তুমি তেই তোরে বলি ॥ ২২ ॥ অতএব হিংসা ত্যজি অভয় চরণ। ত্বরাকরি নিত্যানন্দ লওরে স্মরণ ॥ ২৩ ॥ বিশ্রাম ঘাটের লীলা কেকরে বর্ণন। সারদা স্থকিত আর বিধি পঞ্চানন ॥ ২৪ ॥ ত্রিভুবনে ভক্ত যত আসি এই স্থানে। কৃপা ডুরি করে ধরি ঝুলায় সঘনে ॥ ২৫ ॥ কোটি কোটি নমস্কার ভক্তজন পায়। যাহার চরণ ধুলি ত্রিতাপে জুড়ায় ॥ ২৬ ॥ ❁ ॥ রাগ মল্লার। তাল চৌতাল ॥ ঝুলিতে ঝুলিতে প্যারী অদল বদল করে। ভূষণ বসন শ্যামকে করিয়া সখী আপনি হইল শ্যাম। দিয়া ছটা লইয়া ঘটাকরে অভরণ ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বয়ানে বয়ানঃ নয়নে নয়নঃ করে কর দিয়া করিল মীলন। ঘুঙ্গুরু নূপুরঃ বাজে মনোহরঃ তাল দিতেছে অভয় চরণ। ধ্রুরপদ গাওত

রমণী রমণ ॥ তেইশ লীলাসাঙ্গ ॥ আসওয়ারি যোগীয়া রাগিণী। তাল ধামার। আজি আমি ঝুলিবনা ঝুলাব তোমায়। বাজাও মোহন বাঁশী শুনাও আমায় ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ দেখিব কতেক ঘটা তোমাতে শামায়। ঈষদ হাসিও যেন বিজলি খেলায় ॥ ১ ॥ চন্দ্রাবলী লইয়া কেলিকর শ্যামরায়। দেখিব কেমন শোভা দাঁড়া ইলেবাঁয় ॥ ২ ॥ দুজনে গাইবে গীত কোকিলের রায়। দুবহব গান শুনি এই মনে ভায় ॥ ৩ ॥ গোপত পিরীতি আর কিকায ঢাকায়। হেরা হেরি ঠারাঠারি দেখা নাহি যায় ॥ ৪ ॥ তব সুখে মম সুখ হিংসা নাহি তায়। ত্যজি ভয় কর কেঁলি বসি হিণ্ডোলায় ॥ ৫ ॥ জলময় অন্ধকার সবে নিদ্রা যায়। মলয় পবন বহে কুসুম ফুটায় ॥ ৬ ॥ হেন [illegible] কৃষ্ণ পিরীতে ঘটায়। বাঞ্ছিতে বঞ্চিত কভু যশ নাহি পায় ॥ ৭ ॥ যার [illegible] অঙ্গে স্বকর্ম্মে মীলায়। আমার বাসনা তারে রাখিতে মাথায় ॥ ৮ ॥ রাগিণী বরয়া তাল নেকটা। আমারে নামাইয়া দেরে কানাই। ঝুলিয়া ঘুরিছে মাথা তোমার দোহাই ॥ ১ ॥ যেদিগে ফিরাই আখিঃ সেই দিগে তোরে দেখিঃ একি হইল বুঝিতে নাপাই। অবলা বলিয়া দয়া তোর কিছু নাই ॥ ২ ॥ কুমারের চক্র যেনঃ ঘুরিছে জগত হেনঃ আখি মাঝে দেখি সব ঠাঁই। বহু রূপ হেরি হেরি তোমারে হারাই ॥ ৩ ॥ নানা কুঞ্জ এক ভাঁতিঃ নাচিনি তোমার গতিঃ কার কাছে কেমনে দাঁড়াই। হৃদি মোর করি স্থির কেদিবে জুড়াই ॥ ৪ ॥ খদির বনের হিণ্ডোলা পচিশ রোজের লীলা সাঙ্গ। রেক্তাঅহং রাগিণী। তাল পশমতা। ওহে কৃষ্ণ হের আমাপানে ঈষদ নয়নে। ঝুলিতে দুলিতে সঘনে। চাতকী জুড়াবে কণিকা পানে ॥ ১ ॥ তব রূপামৃত দরশনে। জীবনে জিয়াও মৃত জনে। সেই সুখী এতিন ভুবনে। তুমি যার আছহে মনে ॥ ২ ॥ যাবক হইয়া চরণে। থাকিতে কামনা পুরে কেমনে। তবগুণ গাইবে বদনে। শুনিবেক দুটি শ্রুবণে ॥ ৩ ॥ করুণা করহে শরণা গতজনে। জয়নারায়ণ দীন পতিত জনে। পতিত পাবন সুদক্ষ দীনে ॥ ৪ ॥ বিনয় সাঙ্গ ॥ ছাব্বিশ ঝুলন ॥ রাগিণী বেহাগ। তাল তেতালা ॥ ❀ ॥ তনিয়া কছনি যুবতি জন মন মোহে। কুসুম মুকুট লটকত ত্রিকুট কোটি কোটি চান্দনি শোহে ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ কাণকি কুণ্ডলঃ রবি শশী মণ্ডলঃ হাসিতে

মুকুতা পোহে। বনমালা গলে দোলে ইন্দ্রধনু জোহে। করধনি চাঁদেঃ পিয়েমন ফাঁদেঃ ঝলকত বিজলি চোহে॥ পদতল জিনিলাল লাল মনোমোহে॥ ঝুলত ঝুলায়ঃ দম্পতী গায়ঃ রসিক রসিনী দোঁহে। চরণ শরণ বিনা গতি নাহি তোহে॥ তনিয়ার ঝুলন সাঙ্গ॥ সাতাইশ॥ চীরঘাট লীলা। রাগিণী ভাটিয়ারী। তাল দোলন তেওট। চীরঘাটে হিণ্ডোলা। সুখময় বিমলা। রাধারমণ ঝুলেসঙ্গে সখীমালা। এই ঘাটে ধীরঃ হর্যাছিল চীরঃ অদ্য আমি লইব তাহার বদলা॥ ধুয়া॥ পাগড়ি লইল। জামাআদি হরিল। ইজার কাড়িয়ালয় বৃষভানুবালা। ছিঁড়িয়া উড়ানি। তনিয়া কছনি। বিনয় করিয়া পরে নন্দের দুলালা॥১॥ সব সখীগণঃ ঝুলায় সঘনঃ লইয়া বসন হাসে হইয়া বিকলা। আল্‌বাইল কেশঃ ধায় শত শেষঃ প্রেবেশয় মহীতলে তিমির করালা॥২॥ সকল ভূষণঃ করিল হরণঃ তথাচ কালিয়া অঙ্গ করিলউজালা। একপ অশ্রুতঃ ভূষায়ে স্থাপিতঃ ছিলরে এতেক দিন কাল হরা কালা॥ ৩॥ কহে সখী বরেঃ কাল আল করেঃ আমাদের প্রিয়সীর রূপের বিশালা। কত সুধাকরঃ কত দিবাকরঃ কালিন্দীর জলে যেন ফুটিল কমলা॥ ৪॥ মোহন অধরঃ ত্রিলোকে সুন্দরঃ রাখিয়াছে আনিবিধি বাটিয়া প্রবালা। কর পদতলঃ অনুপম লালঃ অরুণ ছানিয়া কিম্বা বুঝি ফুললালা॥৫॥ হেরিয়া শ্রীহরিঃ রাজার দুলারীঃ সুধবুধ দূরে গেল প্রেমেতে তরলা। ভকতের মাঝেঃ একপ বিরাজেঃ কিদিয়া নিছনি দিব মনেতে উতালা॥ ৬॥ চীরঘাটে হিণ্ডোলা সাঙ্গ। আটাইশ রোজের ঝুলন॥৩॥ রথের হিণ্ডোলা লীলা॥ রাগমল্লার। তাল আড়াতেতালা॥ মনোময় রথোপরি হিণ্ডোলা শোভন। তাহে ঝুলে রাধা কৃষ্ণ দেখরে নয়ন॥ ধুয়া॥ ৩॥ কৃষ্ণপক্ষ তৃতীয়াতে আরম্ভ ঝুলন। পূর্ণমাসী অদ্যাবধি হইল পূরণ॥১॥ বরিষা শ্রাবণ মাস হৈল সমাপন। জলে স্থলে নানা রঙ্গে ঝুলি দুইজন॥ ২॥ মোহন মোহিনী দোঁহে করিল বিচার। ভাদ্র প্রতিপদ কল্য মাসের সঞ্চার॥ ৩॥ বন যাত্রা হিণ্ডোলায় চাহি করিবারে। রথের উপরে বিনা নাহবে সুসারে॥ ৪॥ এই রাত্রে আয়োজন কে মনে হইবে। রাই কহে মোর সখী একলা করিবে॥ ৫॥ চতুরী মুঞ্জরী প্রতিয়ে আজ্ঞা হইবে। ত্রিলোক দুর্লভ বস্তু তিলে বনাইবে॥ ৬॥ নররথ হয় হাতি হি

দোলা সহিত। আজ্ঞা দিল বনাইতে বন যাত্রামত ॥ ৭॥ কনকে রচিল শত এক পরিমিত। কনকের চূড়াতায় রতনে খচিত ॥ ৮ ॥ ঘরমধ্যে নিরমিল স্ফটিক মন্দির। লাল নীল মণি দিয়া করিল নকির ॥ ৯ ॥ পদ্মরাগ পান্না দিয়া জড়িলেক শির। নানা রত্নে বেল বুটা হরিল তিমির ॥ ১০ ॥ প্রবালে খচিত হীরা চূড়ায় রচিল। সুদর্শন চক্রতার কলসে বান্ধিল ॥ ১১ ॥ অক্ষয় পতাকা দিলগগণে উড়িল। কিকব শোভন তার ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥ ১২ ॥ রথে রথে চারি ভিতে চূড়া একশত। বিচিত্র নিশান যুক্ত ধ্বজার সহিত ॥ ১৩ ॥ প্রতি চূড়া মধ্যে ধাম দেখ বিরাজিত। নানারঙ্গ মিনা কারি তাহাতে বেষ্টিত ॥ ১৪ ॥ কত শত [illegible] তাহে নানা রঙ্গ মণি। তবকে তবকে ঝাড়া প্রতি [illegible] খানি ॥ ১৫ ॥ সুমেরু কাটিয়া চাকা রচিল মোহিনী। কুমেরু চিরিয়া কৈল [illegible] ॥ ১৬ ॥ ডাঁশা পাশা কল্পতরু গাছেতে বনায়। কীল খীল তিনগুণে বসাইল তায় ॥১৭॥ ঘরে ঘরে মেরাপেতে থাম্বা চিন্তামণি। প্রণবে করিল ঘণ্টা ব্রহ্মনাদ শুণি ॥১৮॥ কতভাঁতি চামরেতে ঝোলে লটকন। ঝালরেতে গজমুক্তা সাজায় বেষ্টন ॥১৯॥ সুধারসে রঙ্গবাটি বিচিত্র লিখন। লিখিল যুগল লীলাকরিয়া যতন ॥২০॥ ঘরে ঘরে যতঘর লিখে তারমাঝে। নব নব হিণ্ডোলায় যুগল বিরাজে ॥২১॥ রথের কিরণ ভানু প্রকাশে সহজে। কতকোটি রবি শশী তাহাতে লরজে ॥ ২২ ॥ কত ব্রহ্মা কত সুর কত সদাশিব। কত শিখী কত শুয়া বহু জন্তুজীব ॥ ২৩ ॥ প্রকাশে রথের [illegible] কত সীমা দিব। বাণী বাণীহীনা হৈল আমি কিকহিব ॥ ২৪ ॥ উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত জিনি হাতি ঘোড়া। হাজার হাজার দেখ মনোরথে যোড়া ॥ ২৫ ॥ বসন ভুষণ তায় মণি মুক্তা জড়া। সারথি ব্রজের শিশু হাতে প্রেম কোড়া ॥ ২৬ ॥ যূথে যূথে রথ রচে বাহন সহিতে। ক্ষণেকে করিল সখী কৃষ্ণ আজ্ঞা মতে ॥ ২৭ ॥ বেড়িয়া চৌরাশী ক্রোশ কনক নির্ম্মিতে। বান্ধিল সুচারু বর্ত্ম রথ চালাইতে ॥ ২৮ ॥ পালনা ঝুলনা বহু রথের উপরে। গগণেতে তারাযেন রাত্রে শোভাকরে ॥ ২৯ ॥ ফল ফুল নানাভাঁতি শোভা বনযারে। কৃত্রিম কুসুম ফুলে রচে বহুতরে ॥ ৩০ ॥ নয়ন শোভন বস্তু যতেক সংসারে। প্রকৃতি রচিত রথে কৃষ্ণ মনোহরে ॥ ৩১ ॥ যোগপীঠ হইতে রথে হইল সওয়ারি। প্রধা

ন চূড়ার মধ্যে বসিল বেহারী ॥ ৩২ ॥ বাম ভাগে বিরাজিত রাধিকা সুন্দরী। ব্যজন করয়ে সখী চাঁদ মুখ হেরি ॥ ৩৩ ॥ রতি কাম জিনি সব ব্রজের কুমারী। অনিমিখে রাখে আখি রাধা কৃষ্ণো পরি ॥ ৩৪ ॥ দশদিগ আল কৈল যুগল স্বরূপ। রূপসার কামদেব রূপ রস ভূপ ॥ ৩৫ ॥ রতিযার অলঙ্কার ভূষণ অনুপ। ভূপের হইল ভূপ অনুপে অনুপ ॥ ৩৬ ॥ সগুণ যুগল যুড়ি রূপ সিন্ধু কূপ। অথবা জগত পিতা বাণী সহ ভূপ ॥ ৩৭ ॥ কিম্বা গোলোকের পতি সহ গোপী গোপ। প্রেমী জনে হৃদি মাঝে এই রূপ রোপ ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মাণী ইন্দ্রানী বুঝি হবে সহচরী। আনন্দে ঝুলায় দেখ কিশোর কিশোরী ॥ ৩৯ ॥ সখ্য শান্ত দাস্য আদি বাৎসল্য বিস্তারি। অনুরাগে পাঁচ ভাব লীলার মাধুরী ॥ ৪০ ॥ পঞ্চ ভাবে ব্রজবাসী লীলা সহকারী। ইহাতে মানুষ ভাব কৃষ্ণের চাতুরী ॥ ৪১ ॥ নিজ নিজ পদে মত্ত কৃষ্ণে প্রেম কারী। রথ লৈয়া বন যাত্রা করে নরনারী ॥ ৪২ ॥ প্রতি চূড়া মধ্যে ঝুলে কুমার কুমারী। হেরিয়া উল্লাস যুক্ত কিশোর কিশোরী ॥ ৪৩ ॥ বন শোভা মরকত জিনিয়া বিচারি। তরুপরে নানা রঙ্গ পক্ষী সারি সারি ॥ ৪৪ ॥ স্থল পশু বৃক্ষ পশু বানর বানরী। কৃষ্ণপানে চায়্যা চায়্যা সবে সুখাচারী ॥ ৪৫ ॥ বৃন্দাবন ছাড়ি রথ পুলিনেতে যায়। প্রথম দলেতে লীলা করে হিণ্ডোলায় ॥ ৪৬ ॥ দুই দলে সেবা কুঞ্জে রথ আসি তায়। নিধুবন বংশীবট ক্রমেতে ছাড়ায় ॥ ৪৭ ॥ তিন দলে উপনিত রথ শ্যামরায়। সিংহারে গোবিন্দ ঘাট নানা তীর্থ তায় ॥ ৪৮ ॥ চারিদল সূর্য্যঘাটে রথশোভাপায়। আদিত্য জিনিয়াজ্যোতি ব্রজেতে দেখায় ॥ ৪৯ ॥ পঞ্চম দলেতে দীপ্ত কদম্ব শাখায়। এইখানে কালি নাশ প্রিয়াকে দেখায় ॥ ৫০ ॥ ষষ্ঠেতে মোহন রথ ত্বরিত চালায়। কাত্যায়নী পূজে গোপী চীর ঘাটতায় ॥ ৫১ ॥ সপ্তম বিদলে আসি হাসি হাসি কয়। যজ্ঞপত্নী এইখানে বর মাগিলয় ॥ ৫২ ॥ অষ্টম দলেতে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়। কল্পনীপ গুঞ্জা তরু কৃষ্ণেরে ভূষায় ॥ ৫৩ ॥ অষ্ট দল ফিরি কৃষ্ণ রথের উপরে। ভূত ভবিষ্যৎ লীলা কহিল প্রিয়ারে ॥ ৫৪ ॥ ছয় রাগ তিন বার রাগিণী বিহারে। ছয় ঋতু তরুরমা আসি শিরে ধরে ॥ ৫৫ ॥ নারদ তুম্বুর আদি কত তাল ধরে। কত যন্ত্র লয়্যা যন্ত্রি গান বাদ্য করে ॥ ৫৬

॥ অপ্সরী কিন্নরী নাচে নাচে বিদ্যাধরী। গণসহ মহানন্দে নাচে ত্রিপুরারি ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মাণ্ড লেখনী হয় দোয়াতি সাগরে। সারদা লিখিতে চায় তবু নাহি পারে ॥ ৫৮ ॥ ব্রজবাসী হেরি হেরি ভাসে সুখনীরে। প্রেমধারা বহিতেছে নয়ন সাগরে ॥ ৫৯ ॥ একই খেলার লীলা কৃষ্ণ যাহা করে। কহিতে অসাধ্য মানে এতিন সংসারে ॥ ৬০ ॥ স্থির মনে ধ্যান কর জ্ঞান অনুসারে। ভক্তজন পদ ধর লীলা দেখিবারে ॥ ৬১ ॥ নবম দলেতে রথ শোভে মধুবনে। ভূতেশ্বর মহাদেব হেরিল যতনে ॥ ৬২ ॥ মথুরা রচনা গান করিছে সঘনে। আনন্দিত ব্রজবালা শুনিয়া শ্রবণে ॥ ৬৩ ॥ বহু কুণ্ড বহু কূপ দীপ্ত স্থানে স্থানে। অদ্যাবধি বিদ্যমান নিত্য বৃন্দাবনে ॥ ৬৪ ॥ দশম দলেতে রথ গেল তালবনে। উচ্চ উর্দ্ধ ছত্রাকার শোভিত গগণে ॥ ৬৫ ॥ ধেনুক অসুর বধ হয় এইখানে। একাদশে রথ স্থির কুমুদ কাননে ॥ ৬৬ ॥ আনন্দে কাপিল মুনি হেরিল নয়নে। প্রেম বারি বহিতেছে লোচনে সঘনে ॥ ৬৭ ॥ বারদলে রথ যবে হৈল উপনিত। বহুলা বনের ভাগ্য হইল পূর্জ্জিত ॥ ৬৮ ॥ অপ্সরী কিন্নরী নাচে গন্ধর্ব্ব সহিত। শুনি রাধা কৃষ্ণ সুখে হইল মোহিত ॥ ৬৯ ॥ তের দলে গোবর্দ্ধনে রথ বিরাজিত। মণি পুষ্প সরোবর কুণ্ড শত শত ॥ ৭০ ॥ হিণ্ডোলায় বসি দেখে দর্পণে দলিত। গিরি বেড়া জল শোভে হিমালয় জিত ॥ ৭১ ॥ ধবলী শামলী পীলী কামধেনু আদি। বন মাঝে করে শোভা হেরে ব্রজ নিধি ॥ ৭২ ॥ লতা গুল্ম তিকমব রচিয়াছে বিধি। দেখি শোভা দূরে যায় ভব তাপ ব্যাধি ॥ ৭৩ ॥ রাধা কহে ইন্দ্রজিত তুমি যেঅবধি। দিনে দিনে গোবর্দ্ধন বাড়ে তদবধি ॥ ৭৪ ॥ রাধা শ্যাম কুণ্ড পার ক্ষীরের অম্বুধি। ভক্ত জন পান করে আত্ম মন শুধি ॥ ৭৫ ॥ চদ্য দলে কদম্বের তরু লাখে লাখে। আকুল প্রিয়সী মনোরথ হৈতে দেখে ॥ ৭৬ ॥ বৃক্ষ মধ্যে দিয়া রথ চলে বড় সুখে। দুই করে তুলি ফুল রথ মাঝে রাখে ॥ ৭৭ ॥ গাথি মালা গলে দিয়া শ্যাম অঙ্গ পেখে। অলকনন্দার পার চিত্র পটে লেখে ॥ ৭৮ ॥ কাম্য বন রম্য হেরি গুণ কথা ভাষে। মগণ হইল দোঁহে রসের উল্লাসে ॥ ৭৯ ॥ পঞ্চদশ দল ছাড়ি বৃষভানু পুরে। সমস্ত সমৃদ্ধি লইয়া আইল সত্বরে ॥ ৮০ ॥ ষোল দল মত স্থান নাহিক সংসারে। রাজা বৃষভানু আসি তুষিল

সাদরে ॥ ৮১ ॥ রতনের শত শত রথ সারি সারি। হিণ্ডোলা সহিত দিল তুষিতে মুরারি ॥ ৮২ ॥ আপনি চলিল সঙ্গে সহ পরিবার। নন্দ গ্রামে রথ গেল গোকুল নগর ॥ ৮৩ ॥ সতর আঠার দলে গোকুলের শোভা। যেথানে লীলার রঙ্গ ভঙ্গ মনো লোভা ॥ ৮৪ ॥ উণিশ দলেতে রথ খদিরের প্রভা। হেরিহেরি শ্যামরায় কাল হৈল আভা ॥ ৮৫ ॥ চন্দ্র কুপ ভাণ্ডীবন মধ্যে রথ যায়। বিংশতি দলেতে প্রলম্বের বধ হয় ॥ ৮৬ ॥ একুশ কমল দলে ভদ্র বন তায়। পাপের মোচন কৃষ্ণ করিল তথায় ॥ ৮৭ ॥ বাইশ তেইশ দলে বেল লহ্ বন। বহু দেরী রাধা কৃষ্ণে করিল পূজন ॥ ৮৮ ॥ চব্বিশ দলের প্রভা বেদে বাহিজানে। মহা ন জন্ম স্থান লীলা এই খানে ॥ ৮৯ ॥ প্রথমেতে অষ্টদল রথ হিণ্ডোলায়। ফিরিয়া ষোড়শ দলে চলে যদু রায় ॥ ৯০ ॥ দলে দলে লীলা করি প্রিয়াকে ভুলায়। চব্বিশ দলের লীলা হৈল সুখো দয় ॥ ৯১ ॥ তিন আবরণে যবে রথ প্রবেশিল। বৃন্দাবন শোভা আভা দোঁহেতে হেরিল ॥ ৯২ ॥ পচিশ দলেতে শোভে বন উপবন। ছাব্বিশে খণ্ডির বন দেখিতে মোহন ॥ ৯৩ ॥ সাতাইশে মনোরম নন্দন বিপিন। আটাইশে নন্দী শ্বর অপূর্ব্ব গহন ॥ ৯৪ ॥ উণত্রিশে নন্দন বাগ ত্রিংশেতে আনন্দ। একত্রিংশে খণ্ডবন আনন্দের কন্দ ॥ ৯৫ ॥ বত্রিশে পলাশবনে রথ প্রবেশিল। পলাশ লোচন নাম শ্রীমতী রাখিল ॥৯৬॥ তেত্রিশে অশোক বন অশোককারণ। চৌত্রিশে কেতকী বনে বিরহ ভঞ্জন ॥ ৯৭ ॥ এই খানে বহু কেলি করিল নায়ক। কহিবারে কৃষ্ণ লীলা আমি অপারক। ৯৮ ॥ পৈঁত্রিশ দলেতে রথ করিল গমন। সুগন্ধি [illegible] করে কামউদ্দীপন ॥ ৯৯ ॥ ছত্রিশে মদন বন বসন্ত বেষ্টন। সাঁত্রিত্রিশে বিরাজিত কোকিলার বন ॥ ১০০ ॥ নৃসিংহের গুণ কথা প্রিয়সীকে কহে। রাধা কহে কংস নাশ হবে কবে ও হে ॥ ১০১ ॥ অমৃত বনের সুখ অমৃত ভোজন। সঙ্গি সাথি সবে কৈল অমর কারণ ॥ ১০২ ॥ আটত্রিশ দল ত্যাগী উণচল্লিশে আসি। ব্যোমাসুর গোফা দেখি রাই রহে হাসি ॥ ১০৩ ॥ চল্লিশেতে শুকবন রঞ্জে ছয়ঋতু। একচল্লিশ দলেতে বউলের হেতু ॥ ১০৪ ॥ বউল তুলিয়া রথে করিল গমন। প্রসাদ লইয়াকরে ইচ্ছার ভোজন॥ ১০৫ ॥ ব্যালিশ দলেতে আসি তেতালিশে রায়। শেষ বনে দেখি দেখি সেবন ছা

ড়ায় ॥ ১০৬ ॥ শ্যাম বন করে আল শ্যাম তরু তায়। কপিলা গাবীর ক্ষীর সবে মেলি খায় ॥ ১০৭ ॥ চোয়ালিশ দল এই তিনআবরণ। পঁয়তালিশ দলেতে বন মহাতৃণ ॥ ১০৮ ॥ রত্নাকর চারি ক্রোশ টমনের বন। তার মাঝে রথ শোভা অরুণ কিরণ ॥ ১০৯ ॥ ছচল্লিশে সেতুবন্ধ লঙ্কা কুণ্ড বন। রাম লীলা কহে কৃষ্ণ করি বিবরণ ॥ ১১০ ॥ সাতচল্লিশ দলেতে রথ দীপ্তবান। সঙ্কেত বনের শোভা নন্দন সমান ॥ ১১১ ॥ আটচল্লিশ দলেতে দুই পদবন। গজমুক্তা যূথে যূথে তরুতে শোভন ॥ ১১২ ॥ হাতে তুলি ব্রজবাসী যতনে ভূষিল। উণপঞ্চাশত দলে রথ প্রবেশিল ॥ ১১৩ ॥ আজনক রাস স্থানে নয়ন-অঞ্জন। গুপ্ত লীলা এইখানে গোপিনী রঞ্জন ॥ ১১৪ ॥ পঞ্চাশ সরোজ দলে খুষরের বন। আবধৌত বেশে গোপী করিল হরণ ॥ ১১৫ ॥ কাম ভ্রম বন করে কন্দর্প প্রকাশ। একান্নে বিরহ হরে যুগল বিলাস ॥ ১১৬ ॥ বায়ান্ন কমল দলে কমল গহন। কমলে কমল মেলি বহু সুশোভন ॥ ১১৭ ॥ দাবানল দাহকরি হয় নববন। তিপ্পান্ন দলের এই শুণহ কারণ ॥ ১১৮ ॥ চৌয়ান্নে চন্দন বন মলয় পবন। চন্দন ঘষিয়া পরে সখা সখী গণ ॥ ১১৯ ॥ পঞ্চান্ন দলের মাঝে জাবট বিপিন। কিশোরী কিশোর বট দেখ বিদ্যমান ॥ ১২০ ॥ এইবনে মহা রাস হিণ্ডোলা বিহারী। নিশি যোগে গুপ্তে করে লৈয়া সহচরী ॥ ১২১ ॥ অনুরাগে অনুরাগ ভাবেতে বিস্তারি। অভিলাষ পূর্ণ কৈল রতিঅধিকারী ॥ ১২২ ॥ শোভিত ছাপ্পান্ন দলে উচাগ্রাম বন। ত্রিবেণী কুণ্ডের জল সবে করেপান ॥ ১২৩ ॥ এই আবরণ আর বত্রিশ পাখড়ি। পূর্ব্ব অষ্ট ষোল সহ ষোল দুই কুড়ি ॥ ১২৪ ॥ ঝুলি দুলি রথ মাঝে রথ চালাইল। এই মত রথ যাত্রা ব্রজেতে করিল ॥ ১২৫ ॥ সহস্র কমল দল যুক্ত বৃন্দাবন। প্রতিদলে রাধা কৃষ্ণ করিল ভ্রমণ ॥ ১২৬ ॥ কাঞ্চনে রতন জড়া বেষ্টিত কুন্দন। তরুবরে লতা ঘেরি রাজিত তেমন ॥ ১২৭ ॥ দেহ মধ্যে আখি যেন উত্তম শোভন ॥ মেঘেতে দামিনী কিম্বা দেহেতে জীবন ॥ ১২৮ ॥ দিবা নিশি যথাযুক্ত নাছাড়ে কখন। জলে মীন যেইমত করে আচরণ ॥ ১২৯ ॥ ততোধিক কৃষ্ণ লৈয়া ব্রজবাসী গণ। হৃদয় মাঝারে রাখি করিছে পালন ॥ ১৩০ ॥ যাহাতে কৃষ্ণের সুখ সেই কর্ম্মে সুখী। তিল আধ নাদেখিলে সেই

কালে দুখী ॥ ১৩১ ॥ সহজ মানব রূপ কৃষ্ণ ধন জানি। বাৎসল্য রসেতে রসকরে
নন্দরাণী ॥ ১৩২ ॥ কৃষ্ণ ধন উপযুক্ত বৃষভানু জানি। খেলিবারে সঙ্গে দিল নিজ
কন্যা আনি ॥ ১৩৩ ॥ দুই রূপ এক ঠাঁই যেই কালে হয়। ব্রুজ মাঝে ক্ষুদ্র বোধ
কার নাহিরয় ॥ ১৩৪ ॥ কৈবল্য মুকতি হৈতে মনে সুখ মানে ॥ জীবনে জীবন
মুক্তি নিত্য বৃন্দাবনে ॥ ১৩৫ ॥ হিণ্ডোলায় বন যাত্রা রথের উপর। বেড়িয়া চৌ
রাশি ক্রোশ করে মনোহর ॥ ১৩৬ ॥ সংক্ষেপে কহিতে লীলা সামর্থ নাহয়।
ভক্তের চরণ ধূলি ইহার সহায় ॥ ১৩৭ ॥ কিঞ্চিত লীলার রস স্বাদের কারণ।
শক্তি মত নিজ দাসে করিল রচন ॥ ১৩৮ ॥ ভাদ্রু কৃষ্ণ [illegible]য়াতে ঝুলন বিহার।
সমাপন কৈল কৃষ্ণ লীলা সুখসার ॥ ১৩৯ ॥ নব বৃন্দাবন ধামে করুণানিধান। ক
রিলেন মহানন্দে লীলা পুরাতন ॥ ১৪০ ॥ অতি দীন নিজ দাস জয়নারায়ণ। কৃপা
করি তুষিলেন মনের রঞ্জন ॥ ১৪১ ॥ হিণ্ডোলা লীলা সাঙ্গ ॥ অষ্টপদি ॥ নামে
গর্ব্ব খর্ব্ব করেঃ শাস্ত্র বিধি নাম জোরেঃ ঝুলাইতে হৃদয় মাঝারে ॥ ১ ॥ অনন্ত
যাহার শক্তিঃ তারে ঝুলাবার যুক্তিঃ নাহি আর জগত ভিতরে ॥ ২ ॥ দয়া সিন্ধু
নাম যারঃ নাম গুণে নহে ভারঃ যদি মোর রসনা উচ্চরে ॥ ৩ ॥ ঝুলাব হৃদয়
মাঝেঃ ছাড়ি কুল ভয় লাজেঃ হেরি হরি জুড়াব অন্তরে ॥ ৪ ॥ এইক্ষণ যখন হবেঃ
প্রাণ মন সুখ পাবেঃ স্থির হয়্যা রবে পদ বরে ॥ ৫ ॥ করুণানিধান সারঃ তোমা
বিনা নাহি আরঃ তব কৃপা আশা পূর্ণ্ণ করে ॥ ৬ ॥ বাম ভাগে বসি রাধাঃ পূরাও
মনের সাধাঃ বেদ বিধি ইহাই ফুকারে ॥ ৭ ॥ বিশ্বাস হিণ্ডোলা করিঃ রাখহ হৃদয়
ভরিঃ যুগল ঝুলাও প্রেমডোরে ॥ ৮ ॥ ইতি অষ্টপদি সাঙ্গ ॥ সপ্তম বৎসর লীলা
এই সমাপন। বাহুল্য লিখিতে সাধ্য নাপায় রসন ॥ ৯ ॥ যথা শক্তি স্থূল লীলা
করিল রচন। কিঞ্চিত ইহারমধ্যে পুরাণ প্রমাণ ॥ ১০ ॥ ভক্ত মানসিক আর ব্রুজের
বিধান। বুদ্ধিমত লিখিলাম শুনিল যেমন ॥ ১১ ॥ আশা বড় বিদ্যা নাহি কবিতা
যুড়িতে। কেবল লীলার জন্যে কহি বুদ্ধি মতে ॥ ১২ ॥ কাশীতে ভকতরাজ সুন্দরী
নহত। এই সৎ সঙ্গে মোর কৃষ্ণে মতিরত ॥ ১৩ ॥ ব্রুজের ভাষায় পুথি সুন্দর
বিলাস। সেই দৃষ্টে রচিলাম বাঙ্গালি বিশেষঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণ বালক আনি করিয়া,

জন। নব বৃন্দাবনে লীলা হয় সমাপন ॥১৫॥ অগ্রহায়ণ অষ্টাদশ দিনে শুভক্ষণ। আরম্ভ হইয়া লীলা চৈত্রে সমাপন ॥ ১৬ ॥ বারশ উণিশ শাল ইহপরিমাণ। সপ্তম বৎসর লীলা হৈল উজ্জাপন ॥ ১৭ ॥ দীন জয়নারায়ণে ক্ষমা করি দোষ। ভক্ত বৃন্দ কৃষ্ণ কথা শুণহ পীযূষ ॥ ১৮ ॥ ইতঃপর অষ্টম বৎসরের লীলা আরম্ভ ॥ অষ্টম বৎসরের বরষ গাঁঠ লীলা ॥ রাগ বেলায়ল। তাল আড়াতেতালা ॥ যতেক ব্রজেরবাসী একত্র হইল। কৃষ্ণের চরিত্র গান সুস্বরে রচিল ॥ ১ ॥ অসিত অষ্টমী দিন ভাদ্রমাস তায়। রোহিণী নক্ষত্র তাহে হইল উদয় ॥ ২ ॥ জয়ন্তী যোগের প্রভা সদা জয় জয়। অতুল বরষ বৃদ্ধি পূজিল সবায় ॥ ৩ ॥ নাচ গান বাদ্য ভাণ্ড অভিষেক আদি। করিল বেদের রীতে যথা আছে বিধি ॥ ৪ ॥ অধিক যুবতি গোপী করি অনুরাগ। করিল আনন্দ যত প্রেম তাহে যাগ ॥ ৫ ॥ ক্রমে ক্রমে জনে জনে পরায় ভূষণ। পুন খুলি বিলাইছে ভূষিয়া নূতন ॥ ৬ ॥ এইমত বসনের নাহি পরিমাণ। প্রসাদি বসন ভূষা ভক্তে করেদান ॥ ৭ ॥ চুম্বিয়া বদন খানি গোপী লয় কোলে। কিকব ইহার শোভা বুদ্ধি নাহি চলে ॥ ৮ ॥ মণ্ডলী করিয়া গোপী রাখি বক্ষস্থলে। সুধা রস খাওয়াইছে অতি কুতূহলে ॥ ৯ ॥ নিশিতে মঙ্গল গান সিংহাসনে রাখি। চৌদিগে বালক শোভে মুখ দেখি দেখি ॥ ১০ ॥ পুনরপি কৃষ্ণ সঙ্গে কেলি নানা ভাঁতি। সারা নিশি করিলেন যুবক যুবতি ॥ ১১ ॥ পঞ্চ ভাব রস দশ চৌষট্টি কলায়। অষ্টম বৎসরে পূজা লয় যদুরায় ॥ ১২ ॥ এই লীলা জন্মাষ্টমী উৎসব মত বর্ণা ॥ গীত ॥ রাগ বেলায়ল। তাল আড়াতেতালা ॥ নব কিশোর কিশোরী সহ করিছে বিহার। সহজ মানুষ ভাব আনন্দ অপার ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ নিজ দাস কর্ম্ম ইন্দ্রে দিতে সুখসার। ব্রজ মধ্যে এই লীলা করিল সঞ্চার ॥ ১ ॥ রাধা কৃষ্ণ রূপ খানি ধ্যান সারাৎসার। ছাড়িয়া চাতুরী জীব কর অঙ্গীকার ॥ ২ ॥ শ্রীমতীর সহিত বেশ অদল বদল ॥ রাগিণী জয় জয়ন্তী তাল আড়াতেতালা ॥ এক দিন রতি কুঞ্জে রাধা কৃষ্ণ বসি। পরস্পর রস বাণী কহিছেন হাসি ॥ ১ ॥ অবলাতে প্রেম রস পূর্ণ সদাকাল। নারী হই বাঞ্ছা করি আমি চির কাল ॥ ২ ॥ ভূষণ বসন তব পরাও আমারে। তুমি হও মোরমত তবে সাধ পূরে

॥ ৩ ॥ প্রথমে কাজল লই পরিল ঈক্ষণে। কাল অঙ্গে নীল শাড়ী নূতন শোভনে ॥ ৪ ॥ কবরী বাঁধিয়া দিলী রাধিকা সুন্দরী। নাকে নথ বেসরেতে হরি হৈল নারী ॥ ৫ ॥ স্কন্ধ কণ্ঠ ভূষা পরি শ্যামরী মোহিনী। চরণ ভূষায় কৈল অপূর্ব রমণী ॥ ৬ ॥ কুসুমের গুচ্ছা দিয়া কাঁচলি বাঁধিল। শিষ ফুল চন্দ্রিকায় রাধিকা সাজিল ॥ ৭ ॥ শিতিপাটী বেণী বাঁধি পেট্যা পরিপাটী। মস্তক ঢাকিল দিয়া নীলাম্বর শাটী ॥ ৮ ॥ তরুণ তরুণী শ্যামা চিনা নাহি যায়। ভালে ভাল সিন্দুরের বিন্দু শোভা পায় ॥ ৯ ॥ যতনে রাধিকা রাণী কৃষ্ণ বেশ ধরি। দর্পণে দেখিয়া অঙ্গ নহে মনোহারী ॥ ১০ ॥ অধিক বিরহ তাপ ধরি কৃষ্ণ বেশ। খেলা মটাইয়া পুন কহিছে বিশেষ ॥ ১১ ॥ তব রূপ ধরি আমি কিন্তু নহিকাল। অতএব নিজ বেশ করি বসা ভাল ॥ ১২ ॥ দুই সখী মোরা দুই দেখি সহচরী। আশ্চর্য্য কৌতুকভরে চিনিতে নাপারি ॥ ১৩ ॥ শ্যাম রহে শ্যামা হয়্যা রাধিকা সহিত। বেড়াইতে অন্য কুঞ্জে চলিল ত্বরিত ॥ ১৪ ॥ হেনকালে চন্দ্রাবলী আসিয়া চকিত। দেখি ছবি কি সখী মনেতে চিন্তিত ॥ ১৫ ॥ যদি কৃষ্ণ এই সখী দেখিবে হেতায়। কিবা রাধা কিবা আমি ত্যজিবে নিশ্চয় ॥ ১৬ ॥ অঙ্গ ভঙ্গ হেরি হেরি পুছে বার বার। শ্যামা নাহি কহে কথা ঘোমটা বিস্তার ॥ ১৭ ॥ চন্দ্রাবলী ছোঁয় অঙ্গ বিবিধ প্রকার। পরশে ঘেরিল কাম একি চমৎকার ॥ ১৮ ॥ রাধা কহে মোরা তিন রব এক ঠাঁই। তিন গুণে ভুলাইব নাগর কানাই ॥ ১৯ ॥ যমুনা পুলিনে চলে সুখে তিনজনে। নিকুঞ্জে বসিল শ্যামা রাখি মধ্যস্থানে ॥ ২০ ॥ কন্দর্প দলিত অঙ্গ দেখিয়া মোহিনী। প্রেমে টল মল আঁখি যেন চকোরিণী ॥ ২১ ॥ চন্দ্রাবলী দেখি কেলি বুঝিল অন্তরে। ঘুঁগুট ঘুচাই ফেলে ধরি শ্যামা শিরে ॥ ২২ ॥ অদ্য মম ভাগ্য ভাল করিব সেবন। রসবতী মনোবাঞ্ছা পুরাও এখন ॥ ২৩ ॥ মনোমত পরিচয় করে চন্দ্রাবলী। প্রেমের অনলে বাণী ঘ্রত দিল তুলি ॥ ২৪ ॥ কামিনীর আরমান পুরাইতে হরি। ব্রজ ভূমে অবতার এই সাধ করি ॥ ২৫ ॥ নিতি নিতি নব রঙ্গ করি অঙ্গ সঙ্গ। যুবতি প্রমদা সহ আনন্দ তরঙ্গ ॥ ২৬ ॥ এরস বিন্যাস করি জয়দেব গান। যাহারে করিয়া কৃপা পদে দিল স্থান ॥ ২৭ ॥ রাধা কৃষ্ণ সুধা লীলা করিয়া রচন। ন

[illegible] সকল কর মীলি ভক্ত জন ॥ ২৮ ॥ সাঙ্গ ॥ গীত। রাগ হামির। তাল সম ॥
[illegible] উপমা দিব রাধা কৃষ্ণ রূপ। সকল রূপের ভূপ এরূপ অনুপ ॥ ধুয়া ॥
॥ নখ হেরি লাজে শশী কলঙ্কে বিরূপ। পদতল লখি ভানু দিনে হৈল জুপ ॥ ১ ॥
বেদ পঞ্চ মুখ সদা এরূপে লোলুপ। কৈবল্য পরম সুধা যুগল স্বরূপ ॥ ২ ॥ গর্ব্ব
খ্যাজ লীলা। রাগ ছায়ানট। তাল আড়াতেতালা। ললিতা সহিত রাধা
বসিয়া বিরলে। কৃষ্ণের চরিত্র কথা জিজ্ঞাসে সুবলে ॥ ১ ॥ আমারে মনের
সাথে ভাল বাসে কিন ললিতা কহিল ধনি মরে তোমাবিনা ॥ ২ ॥ তিলে তিলে
নব যুক্তি তোমাকে দেখিতে। মান অপমান মনে নাগণে ইহাতে ॥ ৩ ॥ তোমা
সম রূপবতী বৃজে নাহি আর। কহিয়া ললিতা ঘরে চলে আপনার ॥ ৪ ॥ রূপ
অতি মানে রাই গর্ব্বেতে বসিল। নাগরে করিতে বশ এই বিচারিল ॥ ৫ ॥ হেন
কালে কৃষ্ণ আসি সমুখে দাঁড়ায়। অন্য গোপী দোষ দিয়া কৃষ্ণকে বুঝায় ॥
৬ ॥ আমার সহিত প্রেম যদি রাখ স্থির। অন্য গোপী মুখ তুমি নাদেখিবে
ধীর ॥ ৭ ॥ রাধা গর্ব্ব দেখি হরি নারহে তথায়। গর্ব্ব খর্ব্ব কারী আমি দেখাব মা
য়ায় ॥ ৮ ॥ রাধা মনে ছিল হরি নাযাবে ছাড়িয়া। বাহিরে আসিয়া দেখে গিয়া
[illegible] চলিয়া ॥ ৯ ॥ আদর করিয়া যারে লক্ষ্মী নাহি পায়। মানব হইয়া আমি
ছাড়িল হেলায় ॥ ১০ ॥ কাম বাণে প্রতি অঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ধূলায় ধূষর হই
ভূমিতে পড়িল ॥ ১১ ॥ সহচরী আসি তথা দেখিয়া দুখিত। শ্যাম সুধাপান বিনা
[illegible] ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণ নাম শুনি কাণে উঠিল সুন্দরী। সখীর গলায় লাগি
[illegible] ॥ ১৩ ॥ অতি মানে কৃষ্ণ গেল আমারে ছাড়িয়া। রূপ গর্ব্ব খর্ব্ব কৈল
ত্রিদোষে ঘেরিয়া ॥ ১৪ ॥ বুঝিয়া ছিলাম মনে গরজ সাধিব। মানের কৌশলে তারে
বশ করি লব ॥ ১৫ ॥ এক চাঁদে কুমুদিনী বহুত প্রকাশ। অনেক কমলে এক
ভানুর বিলাস ॥ ১৬ ॥ ইহাতে কুমুদী মান আপনা নৈরাশ। সেই দশা ঘটি
মোরে নাপূরিল আশ ॥ ১৭ ॥ যেজন আমারে কৃষ্ণ দিবে মীলাইয়া। জনম জনম
তার রব বশ হৈয়া ॥ ১৮ ॥ বিষখা কহিছে রাধা থাক করিমান। আসিয়া সাধিবে
কৃষ্ণ বাড়িবে সম্মান ॥ ১৯ ॥ রাধা কহে আর মান কভুনা করিব। জল বিনা মীন

মত তখনি মরিব ॥ ২০॥ আশাতে রহিল রাই সখীর বচনে। নাগর আনিতে রামা চলিল তখনে ॥ ২১ ॥ চন্দ্রাবলী ঘরপানে যাইতে ছিল হরি। হেনকালে ঘেরি লেক রাধা সহচরী ॥ ২২ ॥ অপরূপ অনুপমা একটি রূপসী। তোমারে দেখাব মনে করি হেতা আসি ॥ ২৩ ॥ ত্রিভুবনে রম্য দ্রব্য সেই রূপ মাঝে। তোমা হেন রসরাজ তাহে ভাল সাজে ॥ ২৪ ॥ উলটি কদলী তরু চরণ দুখানি। সোনাতে লোহিত মিনা পদ তল খানি ॥ ২৫ ॥ তাহাতে রতন লতা ফুল বহু চাঁদ। যুবক জনের মন ধরি বারে ফাঁদ ॥ ২৬ ॥ গৌরীর বাহন দিয়া কমর বাঁধনি। সুমেরুর দুই চূড়া উপরে শোভনি ॥ ২৭ ॥ তার মধ্যে রক্তশ্রেণি লোমা বলি যত। নাভির সাগরে যুক্ত অন্য নদী মত ॥ ২৮ ॥ কপোত গলায় ভুক্ত সেই মুখ শ্মনি। শশী ভানু তারা গণ তাহাতে গাথনি ॥ ২৯ ॥ তিমির চিরিয়া তার মস্তক বেষ্টন। কভু তুমি দেখ নাই এরূপ সমান ॥ ৩০ ॥ সহস্র দলের পদ্ম মৃণাল সহিত। দুই খানি কর তাহে শোভিত লম্বিত ॥ ৩১ ॥ শুক নাসা নাক তার রতনের কাণ। নবীন কদলী পত্র পৃষ্ঠেতে নির্ম্মাণ ॥ ৩২ ॥ কোকিলের স্বর খানি বদনে উচ্চার। দাড়িম্ব ফাটিয়া পড়ে ওষ্ঠের আকার ॥ ৩৩ ॥ যুগল খঞ্জননাচে লোচনের স্থানে। কালিয়া ধরিয়া দুই ভুরুর কামানে ॥ ৩৪ ॥ সর্ব্বাঙ্গ হেরিতে বোধ হইল আমার। প্রতি রোম কূপে মধু পূর্স্তিত অপার ॥ ৩৫ ॥ দেখিতে উহারে যদি তব সাধ হয়। চলহ আমার সনে দেখাব নিশ্চয় ॥ ৩৬ ॥ কুসুম আরাম রম্য দূরে দৃষ্ট বান। নিকট হইলে দেখ পূর্ব্বের বাখান ॥ ৩৭ ॥ রূপের সংবাদে কাম ছিল লুকাইয়া। শ্রবণে প শিয়া কৃষ্ণে দিল মাতাইয়া ॥ ৩৮ ॥ কমলের বাসে যেন ভৃঙ্গ যায় ধায়্যা। রাধার নিকটে শ্যাম দাঁড়াইল গিয়া ॥ ৩৯ ॥ নয়ন মধুপহলে ইন্দীবর হানে। হেন কটা ক্ষেতে রাধা হেরিল মোহনে ॥ ৪০ ॥ কত রতি ছানি রতি সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দনে। বসনে ভূষণে কাম প্রহরি চেতনে ॥ ৪১ ॥ অধৈর্য্য হইল হরি কহে যোড়করে। আলিঙ্গন কর প্রিয়া কৃপা দৃষ্টে মোরে ॥ ৪২ ॥ বরষার নদী যেন সাগরে পতন। ততো ধিক রাধা অঙ্গ কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ৪৩ ॥ মেঘ দেখি ময়ূরিণী আনন্দে আকুল। লোমাঞ্চে সর্ব্বাঙ্গ নাচে জিনি শিখী কুল ॥ ৪৪ ॥ পান্নু যুক্ত দ্রুতগামী বহিত্র হইতে। পাষাণ

পড়িলে জলে নাপারে লইতে ॥ ৪৫ ॥ সেই মত প্যারী মন কৃষ্ণ রূপ নীরে। পতন জনম মত নাহি ভাসে ফিরে ॥ ৪৬ ॥ ভয় লাজ কুল রীতি ছাড়িয়া সকল। কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত সদা যেমন বাউল ॥ ৪৭ ॥ বাঞ্ছা মত সম ভোগ প্রেম সুধা রস। এই দুই ত্রিভুবনে নহে কার বশ ॥ ৪৮ ॥ গোলোকের নিত্য লীলা ব্রজে বিদ্যমান। পরকীয় সুখ তাহে বাখানে অজ্ঞান ॥ ৪৯ ॥ রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও ভকত সকলে। দাস করি রাখ মোরে নিজ পদতলে ॥ ৫০ ॥ গীত। রাগিণী ঝিঝট। তাল আড়া তেতালা। মান করিয়া পরাণ দহিল। যারে নাদেখিলে মরিঃ তার সনে মান করিঃ এই দশা কেবা ঘটাইল ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ সকল মানের মানঃ যার কৃপা বলবানঃ তার সনে চাতুরী করিল ॥ ১ ॥ কিকায এমন দেহেঃ তার প্রাণ অসারে রহিল ॥ ২ ॥ পূর্ব্বরাজ লীলা সাঙ্গ ॥ প্রথম আরতি সাঁজির। রাগিণী খুমড়ি। তাল একতালা। সাঁজির রচনা পূরণ হইল। ধূপদীপ জ্বালি আরতি করিল ॥ ১ ॥ সব সখী মাঝে কৃষ্ণ দাঁড়াইল। সাঁজির চরিত গাইতে লাগিল ॥ ২ ॥ গলাধরি শ্যামা সাঁজি দেখাইল। আরতি করিয়া লীলা প্রকাশিল ॥ ৩ ॥ নব বৃন্দাবনে আনন্দ মচিল। কৃষ্ণ নাম সুধা ক্ষুধা মিটাইল ॥ ৪ ॥ সাঁজি লীলা আরম্ভ অপর পক্ষ প্রতিপদ অবধি। রাগিণী আড়ানা। তাল তেতালা ॥ শুভকৃষ্ণ প্রতিপদঃ আইল সখী আহ্লাদঃ এইসে কুমার মাস সাঁজির সময় ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ সবে মীলা কর কেলি। চল যায়্যা ফুল তুলি। রচিব শ্রীবৃন্দাবন লাগি যদুরায়। যোগ পীঠ সাঁজি মাঝেঃ চরণ যাহাতে রাজেঃ অষ্টাদশ চিহ্ন সাজাও তাহায় ॥ ১ ॥ কাল ফুলে ভানু সুতাঃ রাম ঘাটে বিরাজিতাঃ। বলাই মন্দির তটে রচিল এহায়। কদম্বেতে চীর ঘাটঃ ব্রজেতে রচহ বাট। অক্রুরের ঘাট আদি যাতে শোভা পায় ॥ ২ ॥ লতাগুল্ম তরুবরঃ আছে যত দুই ধারঃ সাবধানে রচ সখী ভুল নাহিযায়। দক্ষিণ বাঁকে মথুরাঃ ভূতেশ্বর জটা ধরা। শেষ সাহি কাত্যায়নী রচ রচনায় ॥ ৩ ॥ তড়াগ বাউলি আদিঃ চিত্র কর নিরবধি। কমঠ মকর মীন লেখ যমুনায়। ফুলের সাঁজি বনাইয়াঃ পূজে রাই কৃষ্ণ ধ্যায়্যা। হেন কালে আসি কৃষ্ণ ছলেতে দাঁড়ায় ॥ ৪ ॥ চিনিয়া কৃষ্ণের ছলঃ প্রেমে রাধা ঢল মলঃ গলা গলি করি রাই সাঁজিকে দেখায়। বাড়াই

তে নিজ লীলাঃ ফুল বন কহি দিলাঃ বহু ফুল বহু রঙ্গ পাইবে যথায় ॥ ৫ ॥ রতন জিনিয়া আভাঃ কত শত ভানু শোভাঃ কত চন্দ্র সাঁজি মধ্যে গড়া গড়ি যায়। কুমুদে মন্দির বনেঃ তার মধ্যে সিংহাসনেঃ রাধা কৃষ্ণ রূপ সখী যতনে নির্ম্মায় ॥ ৬ ॥ প্রথম সাঁজির দিনঃ ভুলাইল কৃষ্ণ মনঃ প্রত্যহ আসিব আমি ক হে যদুরায়। বৈকালে তুলিব ফুলঃ ভ্রমিয়া যমুনা কূলঃ সাঁজি মধ্যে ব্রজ লীলা স কলে রচায় ॥ ৭ ॥ গীত ॥ রাগিণী পারা। তাল আড়াতেতালা ॥ ফিরি ঘুরি সাঁজি দেখায় রাই। ভুজলতা দিয়া ছান্দি শ্যামের গলায় ॥ ধুয়া ॥●॥ নিকুঞ্জে গোলোক পতি কদম্ব শোভে তায়। নিজ রূপ দেখি হরি মুখ মুচকায় ॥ ১॥ শেষের আরতি। রাগিণী বেহাগ তাল চলতা ॥ সাঁজি পূজি রাধা কৃষ্ণ করিল আরতি। সকল সখীর হাতে কর্প্পূরের বাতি ॥ ১ ॥ সাঁজি বেড়ি প্রদক্ষিণ করে ব্রজ সতী। সঙ্গে রঙ্গে নাচে গায় সকল যুবতি ॥ ২ ॥ ভক্তজনে চারি ফল প্রদানে সঙ্গতি। সাঁজির মহিমা লীলা নাজানে ভারতী ॥ ৩ ॥ নব বৃন্দাবন ধামে আসি বিশ্বপতি। বিত রিল মহানন্দ কাশী বাসী প্রতি ॥ ৪ ॥ গীত। রাগ সোরঠ মল্লার। তাল চলতা আড়া ॥ দ্বিতীয়ার সাঁজি ॥ শ্যামশ্যামা সখীহয়্যা শ্রীমতী সহিত। ফুলবনে ফুল তোলে রাধা মনোনিত ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ দেখিয়া নূতন সখী রাই চমকিত। কাল অঙ্গে নানা রঙ্গে হয়্যাছে সাজিত ॥ ১ ॥ অমূল্য রতন পরা শাড়ী খানি পীত। আমাহৈতে রূপ বতী নহে উপমিত ॥ ২ ॥ জিজ্ঞাসিল সখী গণে কোথারে বসত। সখী কহে নাহি জানি নাম ধাম কৃত ॥ ৩ ॥ দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন নখেতে শোভি ত। পূর্ণ্ণমাসী তক চন্দ্র নখেতে রচিত ॥ ৪ ॥ মিতালি করিতে সাধ করে মনো নিত। পরিচয় লও সখী করিয়া ত্বরিত ॥ ৫ ॥ ললিতা বিনয়ে কহে ধরি শ্যামা হাত। নাম ধাম কহ মোরে করিয়া চিহ্নিত ॥ ৬ ॥ শ্যামা কহে শ্যামা নাম ব্র জেতে বিদিত। প্রেমের নগরে ঘর মাবাপ রহিত ॥ ৭॥ শুণিয়াছি দয়াবতী সকল সম্মত। মনে করি রাধিকার হব শর্ণাগত ॥ ৮ ॥ সহায় রহিত আমি বহু ধন যুত। বিবাহ বিলম্ব হেতু কহিল প্রকৃত ॥ ৯ ॥ রাই কহে ভাল হৈল করিব পিরী ত। রাখিব যতন করি হৃদয়ে সতত ॥ ১০ ॥ অদল বদল কৈল হার সুললিত।

গলা গলি হৈয়া চলে প্রেমেতে মোহিত ॥ ১১ ॥ দোঁহে মীলি বনাইল সাঁজি পরি
মিত। মদন মোহন রূপ মন্দির সহিত ॥ ১২ ॥ কেশীঘাটে পিক বন কৃষ্ণ কুণ্ডা
বৃত। চরণ পাহাড়ি রচে দক্ষিণে শোভিত ॥ ১৩ ॥ মন্দির দেখিয়া শ্যামা কহে
অভিমত। তব স্বামী বুঝি হবে মন্দির রচিত ॥ ১৪ ॥ রাই কহে ব্রজনাথ যশোদার
সুত। গোবর্দ্ধন করে ধরি হইল পূজিত ॥ ১৫ ॥ পূতনাদি বহু দুষ্ট করিলেন হত।
পরাক্রম কত সই নাহি পরিমিত ॥ ১৬ ॥ গুরু লোক নিকটেতে বালকের মত।
যুবতি জনার কাছে অনঙ্গ মুরত ॥ ১৭ ॥ কাল রূপে আল করে সীমা দিব কত।
দেখিলে তাহারে তুমি তাহে হবে রত ॥ ১৮ ॥ নিতি নিতি রচি সাঁজি সাধিতে
বাঞ্ছিত। সাঁজি ছলে আসিবেন সেকৃষ্ণ ত্বরিত ॥ ১৯ ॥ চিত্র হৈতে কোটি গুণ দে
খিয়া সাক্ষাত। ত্রিভুবনে যত রূপ সকলি লাঞ্ছিত ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণ রূপ মনে করি রা
ধিকা মোহিত। শ্যামা সখী স্পর্শ মাত্র পুন হয় চেত ॥ ২১ ॥ শ্যামা কহে কৃষ্ণ
লাগী ভেজ নিজ দূত। সাঁজির সময় যায় আনহ ত্বরিত ॥ ২২ ॥ দূতীকে পাঠায়
রাই কহিয়া বিহিত। শ্যামা সখী আসিয়াছে করিও বিদিত ॥ ২৩ ॥ সখী যা
য়্যা বৃন্দাবনে হৈল উপনিত। উদ্দেশ নাপায়্যা দূতী গৃহে উপনিত ॥ ২৪ ॥ দূতী
কহে কৃষ্ণ হেতা আইল অগ্রুত। সব ঠাঁই হইলাম ইহাই বিদিত ॥ ২৫ ॥ শ্যামা
কহে পুন্ন বনে বুঝি লুকাইত। আমি যায়্যা ধরি আনি থাকহ স্থকিত ॥ ২৬ ॥
এই ছলে শ্যামা সখী হইল চলিত। অবলার কিবা সাধ্য বুঝিতে চরিত ॥ ২৭ ॥
কিছু কাল পরে কৃষ্ণ আসি প্রকাশিত। গলে গলে মীলাইয়া আনন্দে ভাসিত ॥
২৮ ॥ শ্যামা সখী রূপ গুণ কহে বিশেষত। শুণি কৃষ্ণ কহে বাণী অমৃত মীলিত
॥ ২৯ ॥ আন তব নব সখী রতন ভূষিত। যৌতুকে তুষিব আমি কৌতুক সহিত
॥ ৩০ ॥ শ্যামা অন্বেষণে রাই হইল চকিত। কোথা নাহি পাই রাই হইল ল
জ্জিত ॥ ৩১ ॥ কৃষ্ণ কহে পরীহাস কেন কর এত। তোমা বিনা নাহি জানি
কর পরতিত ॥ ৩২ ॥ দ্বিতীয়ার সাঁজি সাঙ্গ করিয়া মোদিত। কুসুম কুঞ্জেতে
যায়্যা রহে বিরাজিত ॥ ৩৩ ॥ সোরঠ রাগ। তাল ধিমা তেতালা। সাঁজি ছলে
কত লীলা করে যদুরায় ॥ হেরি হেরি প্রাণ মন সঘনে জুড়ায় ॥ ধুয়া ॥ ● ॥

নিতি নিতি নবরস বরষাণে ভায় । শ্রীরাধা মোহিনী সুখ সদা বরিষায় ॥ ১ ॥ কাফি রাগিণী । তাল আড়াতেতালা ॥ তৃতীয়ার শশী শ্যামাঃ অনুপমা মনোরমাঃ উদয় হইল । দেখি রাই কহে হাসিঃ কোথারে বঞ্চিলা নিশিঃ কেতোরে ভোগিল ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ মিতালি পাতায়্যা গেলেঃ মোরে ফাঁকি দিয়া ছলেঃ গুণ জানাগেল । তুমি গেলে অন্বেষণেঃ কৃষ্ণ আসি সেই ক্ষণেঃ আনন্দ করিল ॥ ২ ॥ তব কথা বলি ব্যথাঃ নাদেখি তোমারে হেতাঃ লাজেতে মরিল । শ্যামা কহে শুণ ধনিঃ দূরে দেখি গুণমণিঃ ধরিতে চলিল ॥ ৩ ॥ নাহি দিল মোরে ধরাঃ ভয়ে হৈয়া শশা পারাঃ ঘরেতে রহিল । স্বপনে দেখিল সইঃ কৃষ্ণ মত আমি হইঃ তোমারে ধরিল ॥ ৪ ॥ তব সঙ্গে লীলা করিঃ কৃষ্ণ হৈয়া বিভাবরীঃ সুখেতে বঞ্চিল । নারী হৈয়া নর হয়ঃ স্বপন দেখিয়া ভয়ঃ বিস্ময় মানিল ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ ভাব্যা কৃষ্ণ ময়ঃ পাছে ইহা সত্যহয়ঃ মনেতে রচিল । বিচ্ছেদ কারণ এইঃ শুণ প্রাণ রাধা সইঃ যথার্থ বলিল ॥ ৬ ॥ হরি দেখি যাহা হৈলঃ সকলি তোমারে কৈলঃ যেমত ঘটিল । কৃষ্ণ দেখ্যা কায নাইঃ পাছে আমি কৃষ্ণ হইঃ যাই বেলা বেল ॥ ৭ ॥ রাই কহে নাহি ভয়ঃ নারী কি পুরুষ হয়ঃ কোথারে দেখিল । শ্যামা কহে শুণ নিত্যঃ প্রভাত স্বপন সত্যঃ বেদেতে রচিল ॥ ৮ ॥ অদ্য আমি যাই ঘরেঃ কল্য পুন আসি ফিরেঃ কহিব সকল । স্বপ্ন কথা কৃষ্ণ আগেঃ কবে তুমি অনুরাগেঃ কিবা ফলাফল ॥ ৯ ॥ ঝিঝট রাগিণী । তাল চলতা ॥ শ্যামা সখী যাবামাত্র কৃষ্ণ উপনিত । তিমির ঢলিয়া পড়ে শ্রীঅঙ্গে বেষ্টিত ॥ ধুয়া ॥ ● ॥ পদতলে ঢলঢল লোহিত অমৃত । করতলে রঙ্গ লাল অরুণ বাটিত ॥ ১ ॥ কত ভাঁতি সুধাকর শ্রীমুখে মীলিত । পরীধান পীত বাস দামিনী স্থকিত ॥ ২ ॥ দ্বাদশ গোপাল সঙ্গে সুযন্ত্র সহিত । মুরলী বাজায় কৃষ্ণ সাঁজির চরিত ॥ ৩ ॥ ফুল তুলি রাধা সঙ্গে সাঁজি মনোমত । বনাইল দুই কূলে যমুনায় যত ॥ ৪ ॥ সাঁজি পুজি কর ধরি হইল নিভৃত । শ্যামার স্বপন কথা করিল বিদিত ॥ ৫ ॥ কৃষ্ণ কহে নব রস করহ সতত । শ্যামা সখী দেখি যদি হবে পরাভিত ॥ ৬ ॥ যদ্যপি শ্যামার স্বপ্ন হইবে প্রকৃত । নারী হৈয়া নর হয় জানি অবিরত ॥ ৭ ॥ পুনযদি শ্যামাবামা হয় উপনিত ।

দেখিবে স্বপন সত্য নহে বিপরীত ॥৮॥ কোন ছলে তুমি তার নৈয় পরিচিত। সত্য মিথ্যা তবে তুমি জানিবা বিহিত ॥৯॥ নিকুঞ্জে বিহরে কৃষ্ণ আনন্দ পূরিত। দেখরে ভকত জন হৈয়া প্রমোদিত ॥১০॥ সুন্দর সখীর কৃপা যাহাতে ঘটিত। লীলা মৃত করে পান সেই আনন্দিত ॥১১॥ রাগিণী পরজ তাল চলতা। বিরহ অনল মোর কৃষ্ণ নিবাইল। মীলন সুধার বারি শীতল করিল ॥ ধুয়া॥ ❁ ॥ প্রজ্বলিত মহানলঃ দিলাম কালিন্দী জলঃ মেঘ তাহে অনুকূল তবু নানিবিল ॥১॥ দিবা নিশি অবিকলঃদিলাম নয়ন জলঃ যতনে হইল তুল নহিল শীতল ॥ ২॥ তিনদিনের সাঁজি সাঙ্গ ॥ ❁ ॥ হাম্বির রাগ। তালসম। চৌত চাঁদনি শ্যামা আসি দিল দেখা। রাই কহে শুণ সই স্বপনের লেখা ॥১॥ গত নিশি কৃষ্ণ সনে ছিল মোর দেখা। প্রভাত স্বপন সত্য পাষাণের রেখা ॥২॥ এই কথা শুনি শ্যামা ভাবিত হইল। রাই বলে চিন্তা নাই মঙ্গল ঘটিল ॥৩॥ কৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ হবে পরম কুশল। কৃষ্ণ হৈতে সাধ করি নহিল সফল ॥৪॥ যেই জন কৃষ্ণ হয় হব তার দাসী। তুমি যদি কৃষ্ণ হও হাতে পাব শশী ॥৫॥ হও শ্যামা কিম্বা শ্যাম উভয়ে উল্লাসী। কৃষ্ণ হৈলে কৃষ্ণ মীলে জলে জল পশি ॥৬॥ রূপ রঙ্গ বিধি যত তোমাতে দিয়াছে। কৃষ্ণরূপে ভেদনাই সকলি ঘট্যাছে ॥৭॥ ভাগ্যবতী জানি কৃষ্ণ স্বপনে প্রশ্যাছে। মীলাইবে নিজ অঙ্গে বাসনা কর্যাছে ॥ ৮॥ শান্তনা করিয়া রাধা যায় ফুল লাগি। সঙ্গে চলে শ্যামা সখী হৈয়া অনুরাগী ॥৯॥ কুসুম আনিয়া সাঁজি নন্দ গাঁও লিখ্যা। কৃষ্ণ রূপ চিত্র করি মূর ছিত দেখ্যা ॥১০॥ সেই ক্ষণে শ্যামা সখী কৃষ্ণ রূপ ধরে। দেখি চমকিত রাই বুঝিতে নাপারে ॥১১॥ মনোমত ধন পায়্যা কোলা কোলি করে। মাধুরী মুরত হেরি সকলি পাসরে ॥১২॥ দুই জনে সাঁজি পূজি নানা খেলা করে। শ্যামা সখী কৃষ্ণ হৈল সখীরা উচ্চরে ॥১৩॥ কৃষ্ণ কহে তব কৃষ্ণ আছে কত দূরে। এক রাধা দুই কৃষ্ণ কেমতে বিহরে ॥১৪॥ রাই কহে এই কৃষ্ণ সেকৃষ্ণে মীলিবে। কৌতুকে মনের সাধ আমার পূরিবে ॥১৫॥ আপন প্রতিজ্ঞা মত রহিতে হইল। আমার বিচ্ছেদ ব্যথা অদ্য হইতে গেল ॥১৬॥ নিতি নিতি নব সাঁজি মীলিয়া রচিব। নিত্য বৃন্দাবন শোভা

সদাই দেখিব ॥ ১৭॥ সুন্দর সুন্দর সখী নাচিব গাইব। ব্রজবাসী আদি সবে নিত্য সুখ দিব ॥ ১৮ ॥ রাগ ললিত । তাল আড়াতেতালা । কেবা জানে জগত মোহন চরিত । শ্যামা ছিল হৈল শ্যাম রাধা মনোনিত ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ রূপ জিনি দুই রূপঃ শোভার হইল ভূপঃ অনিমিখে দেখ আখি হও তিরপিত ॥ ১ ॥ যুগল কিশোর পদঃ বিপদের সুবিপদঃ কররে আমার মন আশ্রয় ত্বরিত ॥ ২ ॥ চতুর্থীর সাঁজি সাঙ্গ ॥ রাগিণী কানড়া। তাল আড়াতেতালা । গত নিশা বধি শ্যাম বাস কৈলা রাধিকা ভবনে। চতুর্থীতে নন্দগ্রাম বিনো দিনী রচিল যতনে ॥ ১ ॥ পঞ্চমীতে রচে কৃষ্ণ পুরী বরষাণ। বৃষভানু আগে রচে শেষে রচে পিরীতের মান ॥ ২ ॥ দান ঘাটে রাধা রূপ চিত্র করে কুসুম রচনে। গিরিপর মন্দিরেতে লেখে কৃষ্ণ রাধিকা শোভনে॥ ৩ ॥ নানা স্থানে রাধা রূপ সাজাইল যত ছিল মনে। মান ধ্যান লেখে কৃষ্ণ রাধা মুখ হেরিয়া সঘনে ॥ ৪ ॥ মান ছবি দেখি রাই অতিশয় লজ্জিত বদনে। ক্ষমা কর ওহে কৃষ্ণ মান রূপ কিকায লিখনে ॥ ৫ ॥ অবলা তরলা জাতি তব গতি বুঝিব কেমনে। মানে অপমানী আছি আর মানী নাহব কখনে ॥ ৬ ॥ মুছিল মানের রূপ হেরিবারে নাপারি নয়নে । আরামে বিরাম কৈল রাধা কৃষ্ণ লৈয়া সিংহাসনে ॥ ৭ ॥ অষ্ট মুঞ্জরীতে চিত্র মনোহর করিল তখনে। কোটি কন্দর্পের রূপ ছানি আনি থুইল চরণে ॥ ৮ ॥ পদতল বান্দুলিতে নখ মূলে মল্লিকা সাজানে। পারিজাতে নীলপদ্মে দুই তনু লিখিল গোপনে ॥ ৯ ॥ ইন্দীবর কোকনদে রচে সখী খঞ্জন লোচনে। দুই অঙ্গে যথাযুক্ত সাজাইল সুন্দর সুমনে ॥ ১০ ॥ বৃন্দাবন বরষাণ তিন লোক জিত এই স্থানে। সাঁজি মধ্যে চিত্রপটে ভক্ত বৃন্দ দেখহ নয়নে ॥ ১১ ॥ গোকুলে প্রেমের হাট বসাইল আসি দুইজনে। পাঁচ ভাবে বিকি কিনি করে সদা ব্রজবাসী জনে ॥ ১২ ॥ সুন্দর সখীর কৃপা সুধাধিক করি আস্বাদনে। তাপ পাপ শোক আদি দূরে গেল করি দরশনে ॥ ১৩ ॥ রাগিণী বরয়া। তাল নেকটা ॥ একবার ফিরিয়া চাও মোহিনী মোহন। হেরিয়া চরণ সরোজ জুড়াই নয়ন ॥ ধুয়া ॥ ◉ ॥ সাঁজি ছলে কেলিঃ করে বনমালীঃ নাচিছে গাইছে সব গোপীগণ ॥১॥ প্রাণ মনদিবঃ নিছনি লইবঃ ত্বরাকরি মনলওরে স্মরণ ॥২॥ পঞ্চমীর

সাঁজি সাঙ্গ ॥ ষষ্ঠীতে রচিল সাঁজি অতি মনোহর। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পূর্ণ সরো বর ॥ ১ ॥ গোকুলে নন্দের বাটী পরম সুন্দর। অপ্সরী তড়াগ চিত্র আদি তরুবর ॥ ২ ॥ অষ্টধাতু নবরত্ন জড়িত বিস্তর। শত শত রঙ্গ দিয়া রচে বহু তর ॥ ৩ ॥ রচিল সকল লোক সাঁজির ভিতর। সাঁজি বনাইয়া লেখে যুগল কিশোর ॥ ৪ ॥ হর গৌরী ব্রহ্মা আদি সহ পরিবার। গোলোকে নাদেখি কৃষ্ণ ভাবিত অন্তর ॥ ৫ ॥ দুর্লভ বল্লব লীলা অপরম পার। অনেক সাধনে শিব জানিলেন সার ॥ ৬ ॥ দেখিতে মানুষ লীলা করিল বিচার। নিজের বাহনে সবে হইল সওয়ার ॥ ৭ ॥ উপনিত রাধা কুঞ্জে করি মনোহরে। গোপ কুলে পূর্ণ ব্রহ্ম নর অবতারে ॥ ৮ ॥ রূপের মাধুর্য্য লখি যায় বলিহার। নারদ বীণায় গায় ভাঁজি সপ্তস্বর ॥ ৯ ॥ সবে মীলি করে স্তুতি কারণ ভূভার। প্রেম সুধা পানে জীব হইব নিস্তার ॥ ১০ ॥ গোপ লীলা গুপ্ত জন্য তুষি সবাকারে। অমরে করিলশান্ত মায়ার সঞ্চারে ॥ ১১ ॥ গোপ গোপী দেহ ধরি অমর সকল। সাঁজি বেড়ি নাচে গায় প্রেমেতে বিকল ॥ ১২ ॥ রাধা কৃষ্ণ রূপ গুণ অমিয়া সাগর। কিদিয়া তুলনা দিব সীমা নাহি যার ॥ ১৩ ॥ গীত। রাগিণী খামাজ। তাল চলতা। মানুষ মানুষী হৈয়া কেলি করে সাঁজি ব নাইয়া। অমর কিন্নর সুরা সুর রহে গোপ গোপী হইয়া ॥ ◎ ॥ নানা ফুল ফলঃ আটিল সকলঃ সাঁজির পূজন করিয়া ॥ ১ ॥ ছয়দিনের সাঁজি সাঙ্গ ॥ রাগিণী বেলা ওর। তাল আড়াতেতালা ॥◎॥ মহাবনে জন্মস্থানে রচিলসাঁজিতে। রাধাকহে সখী স্তুতি উৎসব করিতে ॥ ১ ॥ বাধাই মঙ্গলাচার হইবে গাইতে। কহিল সুন্দর সখী সেতার আমাতে ॥ ২ ॥ সাজকরি সবসখী পরম সুখেতে। তুষিব কৃষ্ণেরমন তোমার সহিতে ॥ ৩ ॥ সাঁজি ছলে জন্ম লীলা করিলা সকলে। আনন্দে ভাসিল গোপী প্রেম নেত্র জলে ॥ ৪ ॥ নাচে গায় রঙ্গ দেয় মীলি পরস্পরে। জন্মযাত্রা রীতি মত সকলে আচরে ॥৫॥ সাঁজিপূজি রাধা কৃষ্ণ করিল বিহার। সপ্তমীর সাঁজিলীলা সুখের সঞ্চার ॥ ৬ ॥ গীত। রাগিণী বেলাওর। তাল আড়ানা ॥ দিনগেল হরি ভজ জীবন থাকিতে। অপার আনন্দপাবে বলিতে বলিতে ॥ ধুয়া ॥◎॥ সাঁজি দেখি হও সুখী দুটি নয়নেতে। কেমন সেবৃন্দাবন নাপারি জানিতে ॥ ১ ॥ সপ্তম সাঁজিসাঙ্গ ॥

রাগিণী সারঙ্গ । তাল আড়াতেতালা । কেমন কর্য্যা ধর্য্যা ছিলা গিরি গোবর্দ্ধন । কিছু মোর মনে নাহি সেরূপ কেমন ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ কৃষ্ণ কহে আগে রাধা রচ গোবর্দ্ধন । উত্তর পশ্চিমে তার লিখহ মোহন ॥ ১॥ মানগঙ্গা ইন্দু ভানু তড়াগ শোভন । চন্দ্র সরোবর আদি কুণ্ড অগণন ॥ ২ ॥ অঙ্গুলীতে ধরা ধর ধর্য্যাছি যেমন । মন দিয়া মনোমত লিখহ তেমন ॥ ৩ ॥ গোপ গোপী তব রূপ লিখহ গোধন । পূজার সামগ্রী আনি করহ সাজন ॥ ৪ ॥ সাঁজি মধ্যে রচি ইহা কর সমাপন । সখীরে সাজাও রাজা ইন্দ্রের সমান ॥ ৫ ॥ হানিয়া রাজার গর্ব্ব গিরির পূজন । পশ্চাতে মীলিয়া সবে করিব ভোজন ॥ ৬ ॥ অষ্টম সাঁজিতে লীলা নন্দের নন্দন । গোবর্দ্ধন ধরা লীলা প্রিয়সী কারণ ॥ ৭ ॥ করিয়া আনন্দ লীলা হরি লই মন । কুঞ্জ মাঝে করি লীলা করিল শয়ন ॥ ৮ ॥ রাগিণী কেদারা । তাল তেওট । ইন্দ্র হৈয়া সখীগণ করিছে তর্জ্জন । সখী হৃদে করদিয়া কৃষ্ণ করে নিবারণ । ধুয়া ॥ ❁ ॥ বহুস্তুতি ইন্দ্রসখী করিল তখন । ধরিয়া কমলকরে কমল চরণ ॥ ১॥ অষ্ট সাঁজি সাঙ্গ । রাগিণী টোড়ি । তাল চলতা । নবমীতে রচে সাঁজি অতি ভাল মতে । ভাত রণ ব্রহ্ম যজ্ঞ কৌতুক সহিতে ॥ ১ ॥ সখা সহ কৃষ্ণ রূপ ধেনু বৎস সাতে । কালিন্দীর কূলে বসি ভোজন যাহাতে ॥ ২ ॥ ক্ষুধা ছলে দ্বিজ কুল চলে উদ্ধারিতে । মানসিক ভাবে কৃষ্ণ করিল ব্রজেতে ॥ ৩ ॥ রাই আজ্ঞা পাইয়া সখী রচিল সাঁজিতে । আনন্দে বিভোল রাই দেখিতে দেখিতে ॥ ৪ ॥ আসিয়া সুন্দর সখী ধরি চরণেতে । দ্বিজ পত্নী লীলা আমি রচিয়াছি চিতে ॥ ৫ ॥ সখী সখা সাজাইয়া তুলিল করিতে । বিনা আজ্ঞা নাহি পারি লীলা প্রকা শিতে ॥ ৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরী পুতি লাগিল কহিতে । ত্বরা করি কর সজ্জা পূর্ব্ব মত রীতে ॥ ৭ ॥ রাধা কহে আমা ছাড়ি কেমনে গোপতে । কর্য্যা ছিলা এইলীলা ধেনু চরাইতে ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণী হইব অদ্য সখীর সহিতে । কৃষ্ণ সখা যজ্ঞ কর্ম্ম লাগিবে করিতে ॥ ৯॥ ভোজ্য দ্রব্য বহু ভাঁতি কৈল সাদরেতে । আনন্দে সুন্দরী গায় ব্রজের ভাষাতে ॥ ১০ ॥ সাঁজি মধ্যে ভাতরণ লীলা সুখ দিতে । যুগল কিশোর করে সাঁজির ছলেতে ॥ ১১ ॥ দুর্ল্লভ গোলোক লীলা ব্রজের মাঝেতে । পুনরপি দেখ নব বৃন্দাবনেতে

॥ ১২ ॥ নবমীর গুপ্ত লীলা অতি সংক্ষেপেতে । দাস অনু দাস কহে ভক্তে সুখ দিতে ॥ ১৩ ॥ ❀ ॥ রাগিণী সারঙ্গ। তাল আড়াতেতালা। ভাতরণ লীলা করি যুগল কিশোর। কুমুদ কুঞ্জেতে বসি আনন্দে বিভোর ॥ ১ ॥ গোপী কহে গোপী নাথ তুমি চিত চোর । চোরেরে করিবে চুরি রাঙ্গা রাই মোর ॥ ২ ॥ নবমীর সাঁজি সাঙ্গঃ ॥ ❀ ॥ ব্রহ্ম সম্মোহন। রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল চলতা। পুরুষোত্তমো ত্তম লীলা কৌতুক পুরন। আগে নাহি জানে লীলা শেষে গায় যশ ॥ ধুয়া ॥ ❀ ॥ গোয়ালার ঘরে জন্মঃ গোচারণ তাহে কর্ম্মঃ এরূপারে পূর্ণ ব্রহ্ম জানে কোনজন ॥ ১ ॥ গোলোকে নাদেখি হরিঃ ব্রহ্মা মনেধ্যান করিঃ ব্রজভূমে নিরূপিয়া করিল গমন ॥ ২ ॥ বৃন্দাবনে যায়্যা হেরেঃ কৃষ্ণ গোচারণ করেঃ পূর্ণব্রহ্ম নাহি চিনি ভুলিল তখন ॥ ৩ ॥ দুষ্ট সরস্বতী আসিঃ ব্রহ্মার মানসে পশিঃ গরব খরব করি করিল অজ্ঞান ॥ কৃষ্ণবিনা ব্রহ্মা শিশুঃ ধেনুর সহিত আশুঃ পর্ব্বত গুহাতে রাখি করিল গোপন ॥ ৫ ॥ গোপাল্ল জানিয়া হাসেঃ ব্রহ্মা মজি মায়া ফাঁশেঃ ধেনু বৎস ব্রজ বাল করিল হরণ ॥ ৬ ॥ যদি যাই একা ঘরঃ দুখি হবে ঘর ঘরঃ নাহি পাই নিজ শিশু করিবে রোদন ॥ ৭ ॥ যদি আনি শিশুগণঃ ব্যস্ত হবে এইক্ষণঃ অকালেতে গুপ্ত লীলা হবে প্রকাশন ॥ ৮ ॥ ভাবি ইহা মনে মনেঃ নব সৃষ্টি সেইক্ষণেঃ গাবী বৎস শিশু আদি করিল সৃজন ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বমত বনে বসিঃ মেঘে বেড়া যেন শশীঃ ব্রজ শিশুহরি ঘেরি করিছে ভোজন ॥ ১০ ॥ সামান্য রাখাল মতঃ ব্রজ শিশু অ বিরতঃ খাদ্য দ্রব্য মুখে তুলি দিতেছে সঘন ॥ ১১ ॥ পূর্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ব্রহ্মা আদি পঞ্চাননঃ ধ্যান করি নাহি পায় যেই শ্রীচরণ ॥ ১২ ॥ বিনা তপ যোগ আদিঃ কৃষ্ণে হেরে নিরবধিঃ ধন্য ধন্য ব্রজ বাসী ধন্য বৃন্দাবন ॥ ১৩ ॥ নাজানে আচার রীতঃ কোন ভয়ে নহে ভীতঃ পাঁচ ভাবে নিযোজিত ব্রজে সবজন ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মার যেত্রুটি কাল মহীতলে একসালঃ নব শিশু ধেনু লই কৌতুক করেণ ॥ ১৫ ॥ প্রজাপতি আসি পুনঃ লীলা দেখি অনুক্ষণঃ বিস্ময় হইল মনে ভাবিত তখন ॥ ১৬ ॥ ধিক ধিক মোর জন্মঃ নাহি জানি কৃষ্ণ মর্ম্মঃ কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কর্ম্ম অসার জীবন ॥ ১৭ ॥ সুধাধিক কৃষ্ণ ভক্তিঃ বিনা যোগ হয় মুক্তিঃ নাকরি ইহার যুক্তি করিল যাপন ॥

১৮ ॥ দাসের সুদাস হবঃ ব্রজবাসী পদে রবঃ দিবা নিশি ভক্ত পদ করিব সেবন ॥ ১৯ ॥ হইয়া লজ্জিত অতিঃ নিকটে গোলোক পতিঃ পদে পড়ি কর যোড়ে স্তুতি করে গান ॥ ২০ ॥ সেই লীলা বরবাণেঃ সাঁজি মধ্যে বিদ্যমানেঃ দেখহ ভকতজন সু স্থির নয়নে ॥ ২১ ॥ সখী হৈয়া ব্রহ্মা মতঃ করে স্তুতি প্রণিপাতঃ শুনিয়া জগত নাথঃ প্রফুল্ল বদনে ॥ ২২ ॥ স্তুতি ॥ রাগিণী করুণা ॥ তাল একতালা। প্রভু আমি অভাজন নাচিনি তোমায়। হইল অপার সুখ মজিয়া মায়ায় ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ বেদাতীত বাচাতীত যোগী নাহি পায়। নিতি নিতি নব লীলা করহ হেলায় ॥ ১ ॥ বেদ মুখে কিবা স্তুতি করিতে জুয়ায়। পঞ্চ মুখে তব লীলা নিশি দিসি গায় ॥ ২ ॥ অনন্ত সহস্র মুখে গুণ কথাকয়। অদ্যাবধি লীলা শেষ উদ্দেশ নাপায় ॥ ৩ ॥ নিত্য সত্য সর্ব্ব কর্ত্তা জগত আশ্রয়। তব কৃপা বিনা কিছু নাদেখি উপায় ॥ ৪ ॥ চরণ সরোজ রেণু যাহার মাথায়। পরম ঈশ্বর হয় রহিত মায়ায় ॥ ৫ ॥ সগুণ নির্গুণ হয় তোমার ইচ্ছায়। সেই প্রভু ব্রজে আসি হইলা উদয় ॥ ৬ ॥ গোয়ালার ঘরে লীলা বুঝা বড়দায়। মনদোষ ক্ষমাকর ওহে দয়াময় ॥ ৭ ॥ চরণে শরণ দেহি দূর কর ভয়। ভক্তি শিক্ষাদেহ মোরে ধরি রাঙ্গাপায় ॥ ৮ ॥ হৃদিমাঝে রাখিয়েন হৃদয় জুড়ায়। সখীব্রহ্মা দ্রব্য আনি কৃষ্ণেরে খাওয়ায় ॥ ৯ ॥ শ্রীমুখ হইতে কাড়ি গোপীগণে খায়। ভক্তের উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মা যোড়করে লয় ॥ ১০ ॥ মস্তকে রাখিয়া আগে শেষে মুখে দেয়। মন ভক্ত হবে ব্রহ্মা কহে যদুরায় ॥ ১১ ॥ তুষি প্রজাপতি মন করিল বিদায়। সাঁজিতে রাধিকা লীলা কৃষ্ণেরে দেখায় ॥ ১২ ॥ সকল প্রেমের গুরু প্রেম বরিষায়। দশমীতে সাঁজি লীলা জগতে শোভায় ॥ ১৩ ॥ বিহরতি কুঞ্জ মাঝে শ্যামা শ্যাম রায়। হেরিয়া ভকত জন নয়ন জুড়ায় ॥ ১৪ ॥ ❁ ॥ মঙ্গল রাগিণী। তালসম ॥ প্রাণ নাথ তোমা বিনা সুখ দিতে কেহ নাহি আর। তব কৃপা হৃদি মাঝে কবে হইবে সঞ্চার ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ তোমার সুখে চলি বলি এই আশাহে আমার। সদাই সঙ্গেতে থাকি করহে সুসার ॥ ১ ॥ দশমীর লীলা সাঙ্গ ॥ রাগ হামির কল্যাণ ॥ তাল আড়াতেতালা ॥ সখীরে হরি বাসর কর জাগরণ। গোলোকের মহা রাস কররে রচন ॥ ১ ॥ সাঁজি মধ্যে সেবা কুঞ্জ লিখহ মোহন।

সৌগন্ধি কুসুম লতা কুঞ্জের শোভন ॥ ২ ॥ স্থানে স্থানে হিণ্ডোলাতে করহ সাজন । যাতে তুষ্ট হন মোর যশোদা নন্দন ॥ ৩ ॥ কহিছে সুন্দর সখী শুণ সবজন । আজ্ঞা মত সবে মীলি কর আয়োজন ॥ ৪ ॥ গোলোকের পতি এই ব্রজে কৃষ্ণ ধন । পরম প্রকৃতি রাধা কৃষ্ণের পরাণ ॥ ৫ ॥ সকল গোপীর খেদ হবে নিবারণ । পূরাবে মনের সাধ লওরে শরণ ॥ ৬ ॥ রাই কহে সাঁজিছলে মনের রঞ্জন । কৌতুকে করহ রাস হেরুক নয়ন ॥ ৭ ॥ যত গোপী তত কৃষ্ণ হওহে এখন । পূরাও গোপীর সাধ কমল লোচন ॥ ৮ ॥ মহানিদ্রা শক্তি গুণে অন্য যতজন । অধৈর্য্য হইয়া সবে করিল শয়ন ॥ ৯ ॥ অনুরাগে যুক্ত হৈল সব গোপী গণ । প্রকাশিত সরসিজ হইল তেমন ॥ ১০ ॥ মত্ত মধুকর কৃষ্ণ হইল তখন । কমলে পশিয়া মধুকর করে পান ॥ ১১ ॥ যখন চকোরী হয় সব গোপীগণ । পূর্ণ সুধাকর কৃষ্ণ হয়েন তখন ॥ ১২ ॥ যত নারী তত হরি হইল শোভন । কোথা সাঁজি কোথা রাস জানে কোন জন ॥ ১৩ ॥ দুর্লভ বল্লব লীলা নূতন রচন । কেবল ভকত বৃন্দজানে বিবরণ ॥ ১৪ ॥ কৃষ্ণা একাদশী সাঁজি করিয়া পূরণ । মহারাস করি নিশি কৈল জাগরণ ॥ ১৫ ॥ তাল ধামার ॥ কৃষ্ণ সুখে সুখীহওঃ চকোর হৈয়া সুধাখাওঃ চরণ সরোজ মধু মন ভৃঙ্গ কর পান ॥ ১ ॥ সকল আধার হরিঃ গোপীজন মনোহারীঃ আনন্দেতে কেলি করে নব বৃন্দাবন ॥ ২ ॥ কন্দর্প ললিত অঙ্গঃ কামিনী দামিনী সঙ্গঃ হৃদাকাশে বিলসতি ঘন নবঘন ॥ ৩ ॥ যত ছিল নিজ দাসঃ পূরাইল মন আশঃ শারি শুক হয়্যা হেরি শীতল নয়ন ॥ ৪ ॥ সাঁজি কৃষ্ণা একাদশীঃ উদয় শশীর রাশিঃ কত ভানু পদে বসি বিতরে কিরণ ॥ ৫ ॥ ধন্য ধন্য ব্রত সাঁজিঃ যাহাতে প্রভুর রাজিঃ ছাড়ি সব কারসাজী কর দরশন । একাদশী সাঁজি সাঙ্গ ॥ রাগিণী ভীমপলাশ । তাল ছোট চৌতাল ॥ দ্বাদশী পাইয়া নিশি ছিল অন্ধকার । দেখিয়া যুগল রূপ কৈল পরিহার । বহু রঙ্গ ফল দিয়া সাঁজির বিস্তার । বৃন্দাবন লীলা রচ করিতে বিহার ॥ ধুয়া ॥ ❁ ॥ অটল বিহারি কুঞ্জ বিহারি মন্দির । সুন্দর করিয়া রচে গোবিন্দ মন্দির ॥ ১ ॥ পানিগ্রাম মনোরম যমুনার পার । সঙ্কেত বিহার স্থান সদা পারাপার ॥ ২ ॥ যমুনা সাঁজিতে কৈল অর্দ্ধ চন্দ্রাকার । গলিকুঞ্জ তরুলতা রচে অনুসার ॥ ৩ ॥

লুকাচুরি খেলা রচে মধ্যেতে তাহার । সাঁজির রচনা মত নন্দের কুমার। কোন সখী লইয়া কৃষ্ণ কুঞ্জের ভিতর । লুকাইল অন্বেষণে রাধিকা কাতর ॥ ৫॥ ॥ কখন রাধিকা রঙ্গে ধরি করে কর। কৃষ্ণেরে ছাপায় রাই ঝাঁপি নীলাম্বর ॥ ৬ ॥ অতুল যুগল রূপ ভক্ত মনোহর। সাঁজি ছলে করে খেলা সুন্দরী সুন্দর ॥ ৭ ॥ দ্বাদশীর লীলা সাঙ্গ বৃন্দাবন সার । নব বৃন্দাবনে এবে করিল প্রচার ॥ ৮ ॥ তাল ধামার । আরে কোন কুঞ্জে লুকাইল মোর মনচোরা। রাখিব হৃদয় মাঝে যদি পাই ধরা ॥ ১॥ সব সখী মীলি সব কুঞ্জ কৈল ঘেরা। চন্দ্রাবলী কুঞ্জে ধরা পড়ে মনোহরা ॥ রাই আগে আনি দিল শ্যাম প্রেম ভোরা । নীলাম্বরে মিশাইল লীলা হইল সারা। সাঁজির আরতি সখী কৈল তারাকারা। রাধা কৃষ্ণ ভক্ত দেখে নয়নের তারা ॥ ৪ ॥ দ্বাদশী সাঁজি সাঙ্গ । রাগিণী ঝিঝট । তাল আড়াতেতালা । আল সই কেন কানাই লাগিল মোর সনে। দেখি বারে সাঁজি পশিয়া আমার নিকে তনে। ধুয়া॥ ● ॥ গত নিশি যুক্তি দিল আমারে কায় মনে। অষ্ট সখী সঙ্গে করি যমুনায় যাই স্নানে ॥ ১ ॥ ভূতেশ্বর পূজা কর সাঁজির পূরণে। ত্রয়োদশী হবা মাত্র আইলাম এই খানে ॥ ২ ॥ ঠগের বঞ্চনা এত কভু নাহি ছিল মনে । বিশ্বাস করিতে তারে লজ্জা গেলরে গহনে ॥ ৩ ॥ ওবধিতে চীর লইল হরিয়া এই স্থানে। উলঙ্গিনী করি মোরে পলাইল কোন খানে ॥ ৪ ॥ ব্রজ মাঝে যেন রাজা বল মান অতি মানে । অধিক বাঁশরী তান অবলার প্রাণহানে॥ ৫ ॥ জলে উলঙ্গিনী রাখি সুখ পাইল কেমনে। বিরহের জ্বালা জলে বাড়িতে লাগিল কেনে ॥ ৬ ॥ ভানু প্রকাশিল কেমনে যাইব বস্ত্র হীনে । পিরীতি করিয়া সুখ নাহি হইল এক ক্ষণে ॥ ৭ ॥ সব সখী বলে রাধা এবে বিনয় বিহনে । উপায় নাদেখি আর লজ্জা সঙ্কট বারণে ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণযদি লৈয়া থাকে ফিরা দেবে তত ক্ষণে। অন্য চোরে লইয়া থাকে তবু পাইব সঘনে ॥ ৯॥ পূতনা অসুর আদি নষ্ট কৈল যেই জনে। সর্ব্ব কার্য্য সদা সিদ্ধি জানি তাহার স্মরণে ॥ ১০ ॥ হরি হরি বলি রাধা ডাকে সজল নয়নে। হেকৃষ্ণ পরম বন্ধু তুমি আইস এখানে ॥ ১১ ॥ তোমার অবলা মরে কুল লজ্জার কারণে । কংস ভয় হৈতে রক্ষা তুমি কৈলে দিনে দিনে ॥ ১২ ॥ করাল গরল ভয় বারি